Contents

আউয়াল ওয়াক্তের পরিচয়

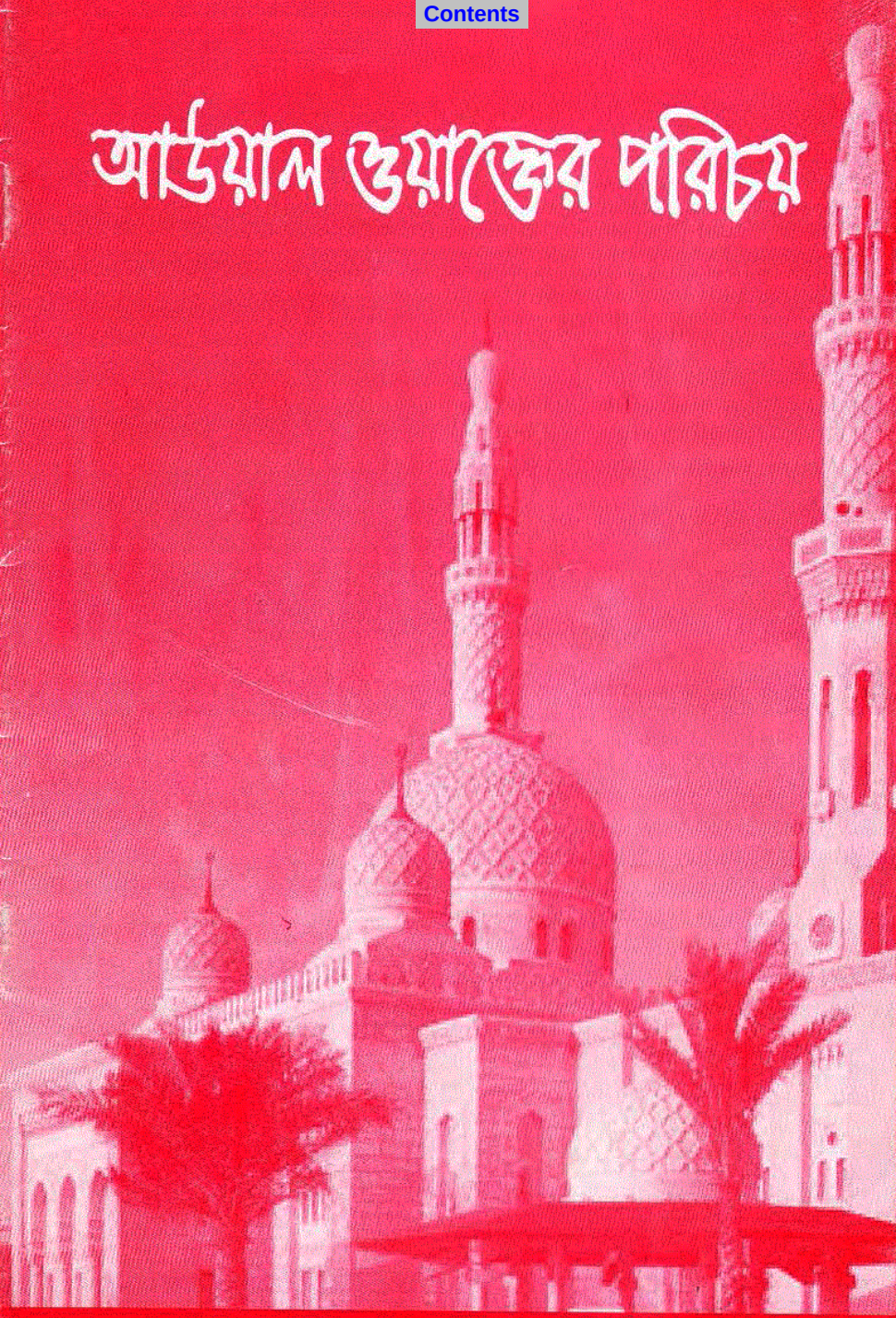

জহুর বিন ওসমান

আউয়াল ওয়াক্তের পরিচয়

লেখক ঃ
জহুর বিন ওসমান

পরিবেশনায় ঃ
জায়েদ লাইব্রেরী,
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা।

বিনিময় ঃ ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

www.waytojannah.com

সূচীপত্র ঃ

১. নামায শব্দের উৎপত্তি ও প্রসঙ্গ কথা।

২. সালাত কাহাকে বলে সালাতের গুরুত্ব কি?

৩. আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের সালাত এর প্রমাণ।

৪. যোহরের সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত।

৫. আসরের সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত।

৬. মাগরিব সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত।

৭. ইশার সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত।

৮. জুমুআর সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত।

৯. বিতর সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত।

১০. তাহাজ্জুদ সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত।

১১. আউয়াল ওয়াক্তে সালাতকে যারা খুঁটিনাটি বলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে কি?

ভূমিকা

বর্তমান বাংলাদেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশে বিভিন্ন ভাষায় সালাত আদায়ের পদ্ধতি বা নামায শিক্ষার উপর অসংখ্য বইপুস্তক লেখা হয়েছে, যা মুসলিম জাতির জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। আমার মতে ঐসব কিতাবপত্রে সালাত আদায়ের পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচিত হলেও, আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ের দিক নির্দেশনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়নি বলে আমি মনে করি। বিধায় এ বিষয়টি আমার আকাঙ্খিত মনে বারবার সাড়া দেয়। আমি এ নিয়ে অনেক চিন্তা গবেষণাও করেছি। ফলে আমার ক্ষুদ্র গবেষণায় যতটুক ধরা পরেছে তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছি মাত্র। বর্তমান বাংলাদেশের মসজিদ জরিপ পরিসংখানে বলা হয়েছে যে, সারাদেশে প্রায় দুই লক্ষ মসজিদ রয়েছে।

বিজ্ঞ পাঠক! মসজিদের সংখ্যা যদি দুই লক্ষ হয় তবে-দুই লক্ষ মসজিদে যে কত কোটি মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন তা একমাত্র আল্লাহতায়ালাই ভাল জানেন। এখন প্রশ্ন এসে যায় যে, আমরা অধিক সংখ্যক মুসলিম সালাত আদায় করি বটে কিন্তু আমরা সঠিক সময়ে বা আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করি ক' জন? আর আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করতে না পারলে দেরিতে আদায়কৃত সালাত আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে কি? পৃথিবীর মুসলিম জাতির জন্য যত প্রকার সৎ আমল রয়েছে তন্মধ্যে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা হচ্ছে সর্বোত্তম সৎ আমল। এজন্য চাই সদা-সর্বদা নিয়মানুবর্তিতা, যা সঠিক সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিমগণ অর্জন করতে পারেন। এজন্য মহান আল্লাহ সূর্যের সাথে সালাতের সর্ম্পক করে দিয়েছেন।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস সমূহে অনেক বর্ণনা রয়েছে। আউয়াল ওয়াক্তে সালাত বইটি পাঠ করলে পাঠক-পাঠিকাগণ তা অবশ্যই জানতে পারবেন। আরও জানতে পারবেন বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষ

www.waytojannah.com

মসজিদে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি ও মহান আল্লাহর নির্ধারিত সালাতের সাথে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের আউয়াল ওয়াক্তে সালাতের ব্যাপক গড়মিলের আলোচনা, সমালোচনা ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা। তারপরও আমি বলবনা যে, আমার গ্রন্থখানি সর্বদিক বিবেচনায় সঠিক হয়েছে। কারণ মানুষ মাত্রই ভুলের উর্ধ্বে নয়, বিধায় আমি লেখক-আমারও ভুল-ভ্রান্তি হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। এজন্য কোন সুহৃদয় পাঠক যদি ভুল সুধরে দেয়ার উদ্দেশ্যে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে দেন তাহলে আমি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি ইন্‌শাআল্লাহ।

পরিশেষে আরও বলতে চাই-আমার গ্রন্থে যতগুলি আয়াত-আয়াতের তাফসীর ও হাদীসের পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পাঠকদের হৃদয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ বা সংশয়ের সৃষ্টি হলে তারা গ্রন্থের শুরুতে "প্রমাণপঞ্জী" শিরোনামের কিতাবের পৃষ্ঠা নং মিলাতে চেষ্টা করবেন। আশা করি অতি সহজে মিলিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে এ অনুরোধটুকু রাখছি-আমাদের মুসলিম সমাজে যারা সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত হলে যুক্তি পেশ করে বলে থাকেন যে, আর একটু ফর্সা হউক, এখনও তো বেলাটা উঠেনি, সূর্যটা আর একটু হেলে যাক মিয়া! বেলাটা ডুবতে দাও, হাস-মুরগিগুলো এখনো ঘরে উঠেনি, ইত্যাদি অযুহাত পেশ করেন। আপনাকে বুঝতে হবে উনারা সঠিক সময়ে সালাত আদায়কারী নহে। এদের হতে সাবধান! উনারা মুরুব্বী-আলেম হলেও প্রকৃত অর্থে সালাতের শত্রু। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক সময় নির্ণয় করে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করার তৌফিক দিন। (আমীন)

বিনীত

লেখক-

জহুর বিন ওসমান

www.waytojannah.com

নামায শব্দের উৎপত্তি ও প্রসঙ্গ কথা

নামায ফারসি ভাষার শব্দ, যা আরবী ভাষায় অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীসে সালাত শব্দের বিকল্প হিসাবে চালু করা হয়েছে। অবশ্য পারস্যের অধিবাসীগণ যারা তাদের মাতৃভাষায় কথা বলেন, তাদের মতে ইবাদত অর্থে নামায শব্দটি ব্যবহার করা দোষের কিছু নয়। কারণ তারা আরবী ভাষাকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করে সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এতে ফারসী ভাষাবিদগণ ধন্যবাদ পাওয়ারই যোগ্য বলে আমি মনে করি। এরূপ ভাষার প্রতি আধিকার পৃথিবীর সকল দেশের, সকল ভাষাবিদদের রয়েছে। আর আরবী হচ্ছে আরব বিশ্বের ভাষা, শুধু তাইনা, কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভাষাও আরবী। অতএব কুরআন ও হাদীসকে যদি অন্যান্য ভাষার মুসলিমগণ বুঝাইতে না পারল তাহলে কি হবে মুসলিম দাবীদার হয়ে? সেজন্য কুরআন ও হাদীসের ভাষাকে নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করে বুঝা এবং তা বাস্তব জীবনে আমলে পরিণত করা অন্যায় তো নয়ই বরং একান্ত দায়িত্ব ও কতর্ব্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বাংলার মুসলিম, আমাদের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। আমরা আরবী ভাষার শব্দগুলি জানার জন্য, বুঝার জন্য, আরবী থেকে বাংলায় রুপান্তরিত করার অধিকার রাখি না? অবশ্যই রাখি, তাহলে আরবী শব্দের সালাতকে দোআ, ইবাদত, রহমত, কামনা, ক্ষমা, প্রার্থনা, আরাধনা, নাচন, গুণগান করা ইত্যাদি ব্যবহার করছিনা কেন?

- আরবী অভিধান-আল-কামুসূল মুহীত-১৬৮১পৃঃ।

কি আর্শ্চযের ব্যাপার বলুন তো? আমাদের দেশের এমন অনেক গোয়ার গোবিন্দ নামাযী আছেন, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার পর কোন ইমাম যদি হাত তুলে দোআ না করেন তাহলে গোটা মসজিদ ও এলাকাশুদ্ধ তোলপাড় সৃষ্টি করে দেন। আবার এমন অনেক মুসল্লি আছেন যারা সালাতকে নামায হিসাবে ষোল আনা বুঝেন কিন্তু সালাতকে সালাত হিসাবে বুঝেন না, কেউ বুঝতে চাইলে বলেন যে, ওরা ফেতনাবাজ (নাউযুবিল্লাহ) আমি এ অধ্যায়ে প্রমাণ করে দিতে চাই যে, প্রকৃত অর্থে ফেতনা বাজ কারা? এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একজন ভাষাচিন্তাবিদ কবির কল্পনা দিয়ে শুরু করলাম,

আরবী ফারসি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ,

www.waytojannah.com

দেশীভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগে,
যেসবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসা বঙ্গবাণী ,
সেই সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুড়ায় ,
নিজ দেশ ত্যাগীকেন 'ন' বিদেশে যায় ?

কবি আব্দুল হাকিম এর বঙ্গবাণী কবিতার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল (দাখিল বাংলা সাহিত্য-৯ম ও ১০ম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য-বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ড-ঢাকা) কবি বলেছেন,বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করে যারা মাতৃভাষাকে ভালবাসতে পারে না, তাদের জন্মের কোন সার্থকতা নেই, এমনকি দেশ ত্যাগ করে তাদেরকে বিদেশে বসবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সালাত শব্দের পরিবর্তে ফারসী ভাষার নামায শব্দ বহুল ভাবে খ্যাতি লাভ করেছে, তাতে ফারসি ভাষার উপর আমার কোন রাগ, অভিমান নেই কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এদেশের ভাষাবিদগণ ও ধর্মচিন্তাবিদগণ সালাতের বাংলা শব্দটি সারাসরি ব্যবহার ও প্রচার করতে সক্ষম হন নাই। সেহেতু সালাত শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করলে এদেশের সাধারণ মুসলিমগণ অনেক উপকৃত হত। যেমন কুরআনের ভাষা আরবী, হাদীসের ভাষা আরবী, এমনকি প্রিয় রাসূল ও তাঁর সাহাবীগণের ভাষা ছিল আরবী। অন্তত: আরবী ভাষার একটি শব্দ শিখেও অনেক ছোওয়াব হত। আর আমরা এতই হতভাগা যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত সালাতকে আমরা আমাদের নিজ ভাষা বাংলাতে বুঝিনা, আমাদের আলেম সমাজও বুঝানোর চেষ্টা করেনি। যেমন ঐ যে, একদল লোক মসজিদে ঘুরেঘুরে বলছেন-মনে হয় ওদের অন্তরে কতইনা ব্যথা, তাই আসুন! নামায-নামায! নামায পড়ি ভাই নামায পড়ি, মসজিদের বাইরে গিয়ে, যা খুশি তাই করি। কারণ তিন চিল্লাতে জান্নাত পাওয়া যায় উনারা ফারসি ভাষা, ফারসি পয়ারে যে এতই অভ্যস্থ ফলে উনারা কথায় কথায় ফায়দা খুঁজেন, কথায় কথায় পারস্যের কবি সাহিত্যিকদের উদাহারণ রুমি, জামি, নিজামী, সাদী প্রমুখের বুলি পেশ করেন। যদি উনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় এই হাদীসটি জানেন?

صلوا كما رأيتموني أصلي

তোমরা আমাকে যে ভাবে সালাত পড়তে দেখ সে ভাবে সালাত পড়।

- বুখারী-১ম খন্ড-৮৮ পৃঃ, বুখারী-২য় খন্ড-৮৮৮ পৃঃ।

www.waytojannah.com

তাহলে ঐ মসজিদ তো দূরের কথা, এলাকার আশে পাশের গ্রামেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ উনারা তখন বুঝতে পারেন যে, ইহা লা-মাযহাবীদের এলাকা, এখানে জাল হাদীস আর ফজিলতের খাওয়া নেই।

সত্য সন্ধানী পাঠক ! বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে দেখুন উনাদের মুখেও যেমন ফারসি ভাষার ছড়াছড়ি, উনাদের কিতাব পত্রগুলো সবই ফারসি ভাষার অনুবাদ, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে হাজার হাজার যঈফ ও জাল হাদীসের সমাহার, এজন্য বিশ্ব বিখ্যাত হাদীসবিদ নাসির উদ্দিন আলবানী অত্যন্ত আক্ষেপ করে তার আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের কিতাবে উল্লেখ করেছেন ইরান, ইরাক ও পারস্যের দেশগুলো হচ্ছে জাল হাদীসের টাকশাল। আর ফারসি ভাষার মধ্যে দিয়ে ইহুদী খৃষ্ঠান পন্ডিতগণ গোটা বিশ্বে জাল হাদীস ছড়িয়ে দিয়েছে। যা আজ রোধ করা বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্দেশ্য আল্লাহর রাসূল (সা.)এর খাঁটি ইসলামকে ঘোলাটে করা।

আমাদের দেশের অসংখ্য দাওয়াতী ভাই যখন নামায-নামায বাক্য প্রচারে খুবই ব্যস্ত, সাথে সাথে কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাতা খুলে প্রমাণ করতে গেলে ঐ নামায শব্দটি পাওয়া যায় না, তখন দুঃখ ব্যথায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন মৃত্যু শয্যায় তখন একটু হুশ ফিরলেই বলতেন, সালাত, সালাত- হে সাহাবীগণ সালাতের প্রতি যত্নবান হও। একবার জবাবে কুরআন হাদীস খুলে দেখুন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ কম করে হলেও আশিবার এর অধিক বলেছেন- আকিমুস সালাত ওয়াতুজ যাকাত অথাৎ সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রতিষ্ঠা কর। অনুরূপ আমাদের দেশের দাওয়াতী ভাই ও আলেমগণ যদি আরবী ফারসি বাক্য ব্যবহার না করেও মাতৃভাষা বাংলায় দাওয়াত দিতেন, তাহলে আমরা বুঝতাম যে, বাংলা ভাষার মসুলমানদের প্রতি উনাদের দরদ আছে। পরিশেষে বলতে চাই- আরবী সালাত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দোআ, প্রার্থনা, ক্ষমা চাওয়া, ইবাদত, নাচন, গুণগান করা, নৈকট্য হাসিল করা ইত্যাদি হঠাৎ করে চালু করতে না পারলেও প্রিয় রাসূল (সা.)এর ভাষায় সালাত, সালাত বলে অপর ভাইকে মসজিদের দিকে আহবান করা যুক্তিযুক্ত মনে করি। এতে অন্যরা উপকার মনে না করলেও অধিক ছোওয়াবের আশা করা যায়। আর আমাদের পরবর্তী বংশধর ছেলে-মেয়েদের কচি অন্তরে সালাত শব্দের

প্রতিক্রিয়া যে হবেনা, তা অবশ্যই বিচার্য্য বিষয়। আমি এইসব চিন্তাচেতনা সামনে রেখে বইটির নাম দিয়েছি "আউয়াল ওয়াক্তে নামায" কারণ গোটা বইয়ে যেখানে নামায শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা উদাহারণ স্বরূপ উল্লেখ করেছি। কেননা ঐ শব্দগুলো যারা নামায শব্দকে বাংলা ভাষায় প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে তাকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তাদের উক্তির সততা প্রমাণ ও কার্যকারী ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ। তবে আমি আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সালাত শব্দই ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। তবুও ভুলবশত সালাতের পরিবর্তে নামায শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকলে পাঠকগণকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহবান জানাই। কারণ জন্মের পর হতে যেসব শব্দ সন্তার মুখে উচ্চারিত হয়ে আসছে হঠাৎ করে পরিবর্তন করা সত্যি সত্যিই কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ আমাদের সকল মুসলিম ভাইদের পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভাষা সহীহশুদ্ধ ভাবে শিক্ষা লাভ করার তৌফিক দান করুন, এই কামনা সামনে রেখে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত গ্রন্থের পাঠের অনুরোধ রাখছি ইনশাআল্লাহ।

সালাত কাকে বলে? সালাতের গুরুত্ব কি?

সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-দোআ করা, রহমত কামনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। - আরবী অভিধান আল কামুসুল মুহীত-১৬১৮ পৃঃ।

পারিভাষিক অর্থে শরীয়ত নির্দেশিত কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা বা ইবাদতকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভাষায় সালাত বলা হয়। যাহা নির্দিষ্ট সময়ে রাসূল(সা.)এর পদ্ধতি অনুয়ায়ী তাকবীর দিয়ে শুরু করতে হয় এবং সালাম দিয়ে শেষ করতে হয়। - আবু-দাউদ-তিরমিযি, দারেমী-ত্বাহারাত অধ্যায় ও সালাত অধ্যায়, মিশকাত-হাদীস নং ৩১২, ৭৯১, তাহকীক আলবানী।

পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে অসংখ্য বার সালাত আদায়ের ঘোষণা করা হয়েছে। সালাত ইসলামের প্রথম ইবাদত, যা মিরাজ রজনীতে ফরয করা হয়েছে। - সহীহ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং ৫৮৬২।

প্রিয় রাসূল (সা.) বলেছেন-মুসলিম ও কাফির ব্যক্তির মাঝে প্রধান পার্থক্য হলো সালাত। - সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৩৪, সালাত অধ্যায় হাদীস নং-৫৬৯।

কিয়ামতের মাঠে মুমিনদের সর্বপ্রথম যে হিসাব নেওয়া হবে তা হচ্ছে সালাতের হিসাব। অতএব সালাতের হিসাব সুষ্ঠু হলে বাকী সব আমল সহজ

হবে এরূপ আশা করা যায়। - তাবারানী আওসাত্ব হাদীস নং ৩৬৯, আত-তারহীব ওয়াত তারহীব-১/২২২ পৃঃ আলবানী সিলসিলা-সহীহ হাদীস নং ১৩৫৮।

মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা প্রতিটি মুসলিম নর নারীর জন্য ফরয, এ সর্ম্পকে আল্লাহ বলেন ঃ

ان الصلواة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। - সূরা নিসা -১০৩।

সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত শেষ করে দিয়ে আমাদের মুসলিম ভাইগণ, ইচ্ছামত লোক দেখানো সালাত আদায় করেন, তাদের সর্ম্পকে আল্লাহ বলেন- فويل للمصلين - الذين هم عن صلاتهم ساهون - الذين هم يراءون -

সুতরাং পরিতাপ ঐ সালাত আদায় কারীদের জন্য যারা তাদের সালাত সর্ম্পকে অমনোযোগী এবং যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। - সূরা-মাউন-৪-৫-৬।

এ সর্ম্পকে মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ

সুতরাং কতই না দুর্ভোগ ঐ সালাত আদায় কারীদের জন্য যারা তাদের সালাত সর্ম্পকে একেবারে উদাসীন। - সূরা-মাউন -৫-৬।

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-যারা নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করেনা অর্থাৎ সালাতের সময় পাড় করে দিয়ে সালাত আদায় করে। আতা ইবনে দঅনার (রা.) বলেন, দুর্ভোগ ঐ সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা সব সময় শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে-রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

ঐটা মোনাফেকদের সালাত, ঐটা মোনাফেকদের সালাত, ঐটা মোনাফেকদের সালাত। যারা সূর্যের প্রতিক্ষায় বসে থাকে তারপর যখন সূর্য অস্ত শুরু করে, তখন শয়তান তার শিং মিলিয়ে দেয় আর মোনাফেকগণ ঐ সময় দাঁড়িয়ে মোরগের মত চারটি ঠোকড় মারে। তাতে আল্লাহ স্মরণ খুব কমই হয়। এখানে আসরের সালাতকে বুঝানো হলেও (অন্যান্য ফরয সালাতের বেলাও এ হুকুম প্রযোজ্য) -তাফসীর ইবনে কাসীর শেষ খন্ড -২৮৯পৃঃ।

সুবিজ্ঞ হক তালাশী পাঠক! উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে, একশ্রেণীর সালাত আদায় কারীর জন্য ভয়াবহ ওয়েল নামক জাহান্নামের

শাস্তি রয়েছে। যারা সালাত আদায় করেন বটে কিন্তু খুসু-খুজু সহকারে রাসূল (সা.)এর পদ্ধতি অনুয়ারী আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করে না বরং সর্বদা দেরিতে আদায় করে। যেমন বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে লক্ষ করা যায়। এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে, ঐ সব মসজিদের ইমাম মুসল্লীগণ কি ইসলাম মানেন না ? আর দেশের অধিকাংশ লোকগুলি কি শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে? সম্মানিত পাঠক ! এরূপ হাজারও প্রশ্নের জবাব পেতে হলে-আমাদেরকে অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে ফিরে যেতে হবে। নইলে সঠিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না কারণ আমাদের মাঝে দলীয় গোড়ামী ও অন্ধ মাযহাব প্রীতি খাঁটি ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে নিয়ে গেছে। কেননা আমাদের অন্তরে এমন কতগুলো মাযহাবী অন্ধ গোড়ামী স্থান নিয়েছে যেখানে সত্যের ছোয়া লাগলেই আমারা বিনা দলিলে অযুহাত পেশ করে বলে থাকি যে, হ্যাঁ আগের বড় বড় আলেমগণ কি তাহলে সবাই ভুল পথে ছিলেন? উনারা কি না বুঝেই আমল করতেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة هم الخاسرون –

আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা-কখনই আল্লাহর নিকট পরিগৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। - সূরা আলে-ইমরান-৮৫।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-রাসূল (সা.) বলেছেন যে কেউ এমন আমল করে যা আমার নির্দেশের বাইরে, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত। - ইবনে কাসীর-৪র্থ খন্ড-১১১পৃঃ, অনুবাদ-ডক্টর মজিবুর রহমান।

উক্ত আয়াত ও সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূল (সা.)এর তরিকা ব্যতীত সকল আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না এবং কিয়ামতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। আমাদের মুসলিম সমাজে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবি দেখা যায়, যারা বলেন যে, আরে মিয়া রাখুন আপনার ঐসব খুঁটিনাটি বিষয়। আগে মানুষকে নামাযী বানান কত মানুষ যে নামাযই পড়ে না ? শুধু আউয়াল ওয়াক্ত, আউয়াল ওয়াক্ত বললেই হলো? সারা দেশের মানুষ কি তাহলে ভুল ওয়াক্তে নামায পড়ে? (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

বিজ্ঞ পাঠক ! চিন্তা করুন কি পরিমাণ ঈমানের কমতি থাকলে মানুষ এরূপ আদি বিন হাতিম মার্কা কথা বলতে পারে-তা আমার বুঝে আসে না। কারণ কত মানুষ যে, নামাযই পড়ে না এই অযুহাত তুলে সারাজীবন উনারা শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করবেন আর অন্যদেরকে নামাযী বানানোর চিন্তায় হা-হুতাস করে মরবেন, তাহলে ফাওয়ায়লুললিল মুসাল্লীন কারা হবে? আর প্রচন্ড শীতের রাতে রাসূল (সা.)এর তরিকায় অন্ধকারে অর্থাৎ আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করেন, তারাই বা কে ?

এ সর্ম্পকে আবু-মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে রাসূল (সা.) সর্বদা গ্যালাসে(অন্ধকারে) ফজরের সালাত আদায় করতেন এবং তিনি জীবনে একবার মাত্র ইসফারে (ফর্সা হলে) ফজরের সালাত আদায় করেছেন। আর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটাই ছিল তার নিয়মিত অভ্যাস।

- আবু-দাউদ-হাদীস সহীহ-নায়নুল আওতার-২য় খন্ড-৭৫পৃঃ।

আজ সেই রাসূলের উম্মত হয়ে আমরা বড় দল আর বড় জামাআতের আশায় আউয়াল ওয়াক্ত ছেড়ে দিয়ে বলি, আরও একটু ফর্সা হউক, আরও একটু ফর্সা হউক, এখনো বেলা উঠেনি, উমুক হুজুর আসেনি, উমুক মুরুব্বি আসেনি, মসজিদের সেক্রেটারী সাহেব একটু আগে পায়খানা করতে গেল, উনি আসুক! ও বাড়ীর হাজী সাহেব জামাত না পেলে ভীষন রাগ করেন। শুধু কি তাই? হুজুর কেবলা বলেছেন-অন্ধকারে নামায পড়ে ওহাবীরা, আহলে হাদীসরা, ওরাতো মুলমানই না, ওদের সাথে আমাদের কি সর্ম্পক ? আরে বাবা বাতেনীভেদ খুঁজ, বড় জামাআতে নামায পড়লে বহুত ফয়দা আছে।

সম্মানিত পাঠক! এভাবে দেশের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে ফজরের নামায হয় সূর্য উঠার একটু আগে। অথচ আপনি-আমি ও গুটি কয়েক লোক সহীহ হাদীসের দোহাই দিয়ে বলছি আউয়াল ওয়াক্ত, সাহস তো মন্দ নয়? এবার বলুন তো? বিশাল সমাজের তালা আপনি খুলবেন কিভাবে ? হয়তো এই বিশাল সমাজের সাথে লড়াই করার মত শক্তি ও সাহস আপনার নেই, কিন্তু হকের দাওয়াত পৌঁছে দিতে দোষ কোথায়? তবে আসুন! আমরা সবাই একমন নিয়ে খুঁজে দেখি আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ের পদ্ধতি ও দলিল আহলে হাদীসরা পেল কোথায়? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি

নবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহর নিকট কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে সালাত সম্পাদন করা।

- সহীহ বুখারী-১/৩৬০পৃঃ, তিরমিযি ১/২০৮পৃঃ।

আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেছেনঃ হাদীসটি আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু যার বলেন, যে রাসূল (সা.) আমাকে বলেছেন-যখন তোমাদের এমন সব আমীর (বা নেতা বা শাসক বা ইমাম) হবে, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করবে অথবা সালাতের সময় অতিবাহিত (ফউত) করে সালাত আদায় করবে। তখন তুমি কি করবে? আবু যার বলেন, আমি বললাম আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রাসূল (সা.) বলেন, তুমি সালাত যথাসময়ে আদায় করে নিবে? তারপর তাদের সংগে যদি পাও তবে তুমি আবার আদায় করে নেবে এবং সেটা হবে তোমার জন্য নফল।

- সহীহ মুসলিম ২য় খন্ড-৪৩২ পৃঃ, তিরমিযি ১মখন্ড-১৬৮ পৃঃ ঐ।

উক্ত সহীহ হাদীস খানা ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে একবার দুইবার নয় সর্বমোট আট বার বর্ণনা করেছেন। এজন্য দেখা যেতে পারে হাদীস নং যথাক্রমে-১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৪০, ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, ১৩৪৪ পর্যন্ত।

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বলতে হয় যে-আমাদের মুসলিম সমাজে একদল দেশী-বিদেশী মুসলিম জাতিকে নামায পড়ানোর দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, তারা গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, অফিসে-আদালতে, শহরে-বন্দরে গিয়ে মিষ্টি সুরে গায়ে হাত বুলিয়ে নামাযের দাওয়াত পেশ করে বলেন, আসুন ভাই-আসুন মসজিদে হাজির হই, বহুত ফায়দা আছে। আরে ভাই! এক ওয়াক্ত নামায না পড়লে ৮০ হুকবা দোজখ খাটতে হবে। আর এক হুকবা সমান দু'কটি ৮৮ লক্ষ বছর। দলিল ঃ আগের মুরুব্বীগণ বলে গেছেন বাহঃ কি চমৎকার দাওয়াত! যদি বলা হয় আপনাদের নামায ও রাসূল (সা.)এর সালাতের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু ? উনারা লা জাওয়াব। উনারা শুধু বুঝেন মানুষকে নামাযী বানাতে হবে। কিন্তু সালাত কখন কিভাবে আদায় করতে হবে সে খবর উনাদের মুখে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শুনতে পাবেন না। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, ঠিক সেভাবে সালাত আদায় কর।

-সহীহ বুখারী-১ম খন্ড-৮৮পৃঃ,বুখারী-২য় খন্ড-৮৮৮পৃঃ।

এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)এর সম্মুখে তিন তিন বার সালাত আদায় করে দেখালেন অথচ রাসূল বললেন তুমি সালাত আদায় করনি? কি তাজ্জব ব্যাপার! সালাতের গুরুত্ব, তরিকা বা পদ্ধতি বুঝানোর জন্য তিনি লোকটির সালাতকেই অস্বীকার করলেন, অথচ আমাদের সমাজে দাওয়াতী মুরুব্বী ও ইক্বামতে দ্বীন কায়েমকারীগণ বলে থাকেন যে, ঐ সব খুঁটিনাটি বিষয়। আর সঠিক পদ্ধতিতে সালাত ও আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় না করলে রাসূলগণ (সা) তাদেরকে মুনাফেক চিহ্নিত করে, তাদের মসজিদ পুড়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

কিন্তু হায় অফসোস ব্যস্ত নামাযীগণ সে কথাগুলো ভুলেও বলে না। ফলে দেশে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নামায পড়া বুঝেন কিন্তু সহীহশুদ্ধ ভাবে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় কেউ বুঝেন না। এদেশের নামাযীগণ ফযিলতের ধোকায় পড়ে ওয়েল নামক জাহান্নামে যেতে প্রস্তুত হতে রাজি হয়। কিন্তু আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করে জান্নাতী হতে রাজি নয়। অথচ আমাদের বাংলাদেশে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় খাঁটি মুসলিমদের অত্যন্ত অনুকূলে। কারণ এদেশে নেতা, আমীর বা শাসকগণের নির্দেশে দেড়িতে সালাত আদায়ের সম্ভবনা নেই, ভয় নেই কিন্তু দেড়িতে সালাত আদায়ের পদ্ধতি চালু করেছে কিছু ধর্মান্ধ আলেম সমাজ, যাদের হাতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। অতএব তাদের ভয়ে দ্বিতীয় বার সালাত আদায় করার প্রশ্নই উঠেনা। ফলে বিদআতীকেও পরিহার করা সহজ, রাসূল (সা.) যে জামাআতে অংশগ্রহণ না করলে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেটা অবশ্যই রাসূল (সা.)এর তরিকায় আউয়াল ওয়াক্তের জামাআত হবে। নাইলে উক্ত হাদীসের নির্দেশ কার্যকারী হবে না। ইহা প্রমাণের জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত আছি ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত পাঠক ! আসুন আমরা এবার পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সঠিক সময় বা আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ের নিয়মনীতিগুলি সহীহ হাদীসের আলোকে ধারাবাহিকভাবে জানার চেষ্টা করি ?

ফজর সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন যে, মহিলারা গায়ে চাদর জড়িয়ে চলে যেতেন কিন্তু অন্ধকার হেতু তাদেরকে চেনা যেতনা।

- বুখারী-১খন্ড ৩৯২ পৃঃ, মুসলিম ২য় খন্ড ৪২৮ পৃঃ ইঃ ফঃ বাঃ, তিরমিযি-১ম খন্ড-১৯৪ পৃঃ।

অপর হাদীসে বর্ণিত, আবু মাসউদ আনসারী বলেন-রাসূল (সা.) সর্বদা গ্যালাসে বা (খুব ভোরের অন্ধকারে) ফজরের সালাত আদায় করতেন এবং জীবনে একবার মাত্র ইস্‌ফারে (ফর্সা) হওয়ার পর ফজরের সালাত আদায় করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটাই তার নিয়মিত অভ্যাস ছিল।

- আবু-দাউদ, নায়নুল আওতার-২য় খন্ড-৭৫ পৃঃ সালাতুল রাসূল-২৮ পৃঃ।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে-বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে সূর্য উঠার একটু আগে ফজরের সালাত আদায় করা হয় উহার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে? হ্যাঁ বন্ধুগণ এ প্রসঙ্গে আমি লেখক জহুর বিন ওসমানের গবেষণায় নিম্নলিখিত কারণগুলো ধরা পড়েছে তবে আপনিও মিলিয়ে দেখুন তো বিষয়গুলো সত্য না মিথ্যা? উনাদের প্রথম যুক্তি হলো ঃ লা মাযহাবীরা অন্ধকারে ফজরের সালাত পড়ে। অতএব উনারা তার বিপরীত করেন।

উনাদের দ্বিতীয় যুক্তি হলো ঃ জামায়াত যত বড় হবে ফযিলত ততো বেশী পাওয়া যাবে।

উনাদের তৃতীয় যুক্তি হলো ঃ বাপ দাদার আমল থেকে যে নিয়ম চলে আসছে, তা ঠিক রাখতেই হবে।

উনাদের চতুর্থ যুক্তি ঃ উনাদের সমূহ কিতাবে বয়ান করা হয়েছে যে, ইসফার হলে ফজরের সালাত আদায় করতে হবে। তার বিপরীতে সহীহ হাদীসের কোন মূল্য নাই।

উনাদের পঞ্চম যুক্তি হলো ঃ সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত বড় কথা নয় বরং নামায পড়ে ক'জন তা দেখতে হবে।

উনাদের ষষ্ঠ যুক্তি হলোঃ উমুক মুরুব্বী বলেছেন-বেলা উঠার আগেও ফজরের সালাত পড়া যায় অতএব মন্টু মিয়া-ঝন্টু মিয়া এখনও আসেনি। অতএব আর একটু, আর একটু দেরি কর।

উনাদের সপ্তম যুক্তি হলো ঃ সহীহ হাদীস ওয়ালাদের বিপরীত করতেই হবে। কারণ হাদীস মানলে চলবে না। মাযহাব মানা ফরয, আমাদের মাযহাবে দেরিতে সালাত আদায়ের হুকুম আছে। ফলে গোটা দেশে মাযহাবী সালাত চলছে। উনাদের নবম যুক্তি হলো ঃ রামাযান মাসে সেহরী খেয়ে ঘুমালে ফজরের সালাত কাযা হতে পারে। অতএব শুধুমাত্র রামাযান মাসে শেষ রাতে ফজরের সালাত পড়তে হবে।

উনাদের অষ্টম যুক্তি হলো ঃ আগের ইমাম আযমগণ কি হাদীস না বুঝেই দেরিতে সালাত আদায় করছেন? ইত্যাদি।

সম্মানিত পাঠক! উক্ত আকিদা পোষণকারীদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হাদীসে কুদসীতে হুশিয়ারী বাণী এসেছে নিম্নভাবে ঃ

-তোমরা কি জান, তোমাদের প্রতিপালাক কি বলেছিলেন? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার সালাতগুলি উহার নির্ধারিত সময়ে (আউয়াল ওয়াক্তে) আদায় করে, উহার হেফাজত করে তাহার স্বপক্ষে আমার কর্তব্য এই যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি তার সালাতগুলি যথাসময়ে আদায় করেনা, আর উহার হক নষ্ট করে দেয়, তার অনুকূলে আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইমাম তারবানী বিশিষ্ঠ সাহাবী কাব বিন ওজরা (রা.)এর সূত্রে ইহা সংগ্রহ করেছেন। – হাদীস কুদসী-১ম খন্ড -১২৯ পৃঃ ইঃ ফাঃ বাঃ।

উক্ত হাদীস খানা প্রমাণ করে যে, আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় না করলে সালাতের ফযিলত বা বিনিময় থেকে বঞ্চিত হতে হবে। অতএব উনাদের বড় জামায়াতের অংশগ্রহণ করে দেরিতে সালাত আদায় করলে সালাত তো হবেই না, বরং তা আল্লাহর জিম্মা থেকে বাইরে চলে যাবে। আর আল্লাহর জিম্মার বাইরে চলে যাওয়ার অর্থ কাউকে বুঝানোর প্রয়োজন নেই। ইতিপূর্বে সহীহ বুখারী ও মুসলিম এর হাদীস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, ওটা হলো মুনাফেকদের সালাত। অন্য হাদীস থেকে জেনেছি যে, রাসূল (সা.) মুনাফিকদের মসজিদ পুড়ে দিয়েছেন। আর দেরিতে সালাত আদায় কারীদের জামায়াতে শরীক হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে যথাসময়ে একা একাই সালাত আদায় করার নির্দেশ স্বয়ং রাসূল (সা.) দিয়েছেন। অতএব খাঁটি মুসলমানের জন্য এটাই লক্ষ্য করার বিষয় নয় যে, কোন জামায়াতের সংখ্যা বড় হলো আর কোন জামায়াত ছোট হলো।

ফিরে আসি ফজর সালাতের আউয়াল ওয়াক্তের দিকে-যদিও প্রবন্ধের শুরুতে আমরা জেনেছি রাসূল(সা.) অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায় করতেন। আমাদের দেশে যারা ফজরের সালাত ইসফারে বা ফর্সা করে দেরিতে পড়ার পক্ষপাতি উনাদের কোন কোন আলিম ও মুফুতি দাবি করেন যে, আমাদের পক্ষেও হাদীস আছে, অবশ্যই উনাদের দাবীকে উড়িয়ে দেওয়া যায়না এই অর্থে তা হলো রাসূল কখনও কখনও অন্ধকারে ফজরের সালাত আরম্ভ করতেন কিন্তু কেরাত দীর্ঘ হওয়ার কারণে সালাত শেষ হত ফর্সা হলে। যেমন নিম্নের হাদীস হতে বুঝা যায়, তোমরা ফজরের সালাতকে ফর্সার সময় শেষ কর। কেননা বিনিময়ের দিক দিয়ে সেটা সবচেয়ে উত্তম।

- তিরমিযি ১ম খন্ড-১৯৫ পৃঃ, অনুবাদঃ অধ্যক্ষ আব্দুন-নুর সালাফী, সহীহ ইবনে খোযায়মা-হাদীস নং-/৬৭২।

আবু ঈসা তিরমিযি বলেন-হাদীসটি হাসান সহীহ। উক্ত হাদীসের সঠিক অর্থ করতে গেলে আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ইমাম ইবনুল কাইয়েম এর অর্থকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ফজরের সালাতকে ফর্সা করে পড়ার অর্থ এই নয় যে, চিরস্থায়ী ভাবে আরম্ভ করতে হবে বরং রাসূল (সা.) অন্ধকারে সালাত আরম্ভ করতেন এবং ফর্সা হলে শেষ করতেন।

- তিরমিযি ১মখন্ড-১৪৮নং হাদীসের ১নং টীকা।

রাসূল (সা.) কখনও কখনও ফজরের সালাতে ৬০-১০০ আয়াত পড়তেন। কিংবা এরূপ হতে পারে যে, তোমরা ফজরের আউয়াল ওয়াক্তের বিষয় নিশ্চিত না হয়ে ধারনার উপর সালাত আদায় করনা।

- ছলাতুল রাসূল ২৮ পৃঃ।

হাদীস সম্রাট ইমাম হাজার আসকালানী তার লিখিত গ্রন্থে "বুলুগুল মারাম" ইবনে আব্বাস (রা.)এর বারাত দিয়ে দু'টি হাদীস পেশ করেছেন। ইমাম হাকেম উভয় হাদীসকে সহীহ বলেছেন, হাদীস দুটির সারর্মম হলো ফজর সালাতের দুটি সময় (এক) সুবহে কাযেব অর্থাৎ সুবহে সাদেক হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পৃথিবীটা ঘুট ঘুটে অন্ধকার হয়ে যায় তখন ফজর সালাত আদায় করা হারাম। তারপর পূর্বের আকাশে সুবহে সাদেক নেমে আসে কিন্তু পৃথিবীর তিন দিক উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ অন্ধাকারে ডুবে থাকে। ইহা হচ্ছে ফজরের আউয়াল ওয়াক্ত, তার প্রমাণে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) বলেছেন-সময়ের প্রথম ভাগে সালাত কায়েম করা খুবই

উৎকৃষ্ট পুন্যের কাজ। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযি ও ইমাম হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে।

- বুলুগুম মারাম-১ম খন্ড-৬৬ পৃঃ মূল আরবী ইমাম হাজার আসকালানী, অনুবাদঃ মমতাজ উদ্দিন-এম-এম কলকাতা।

হক তালাশী পাঠক! একাধিক সহীহ হাদীস হতে অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে বিনা দলিলে যুক্তিবাদী ফিকাহ বিদদের ফর্সা করে ফজরের সালাত আদায়ের বড় জামায়াতের শুধু ফযিলতের আশায় নিয়মিত শরীক হওয়া যাবে কি? ঘুম থেকে দেরিতে জাগলে কিংবা অন্য কোন সমস্যা থাকলে কিংবা অন্য কোন মুসল্লি অসুস্থ হলে তিনি শুধু ফর্সা হলে ফজরের সালাত আদায় করতে পারেন। যেমন যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে একদা ফিরার পথে রাসূল (সা.)ও তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে সূর্য উঠার কিছু পরে ফজরের সালাত আদায় করছেন যার প্রমাণ সহীহ হাদীসে রয়েছে। কিন্তু আর একটু ফর্সা হউক আর একটু ফর্সা হউক এরূপ করে সারা জীবন আপনি আমি বিশাল জামায়াতের মিথ্যা ফযিলতের ধোকায় পড়া ঈমান হারানো যাবে কি ? যারা এরূপ পড়ে আছেন এবং উদার মনের পরিচয় বলে থাকেন যে, মহল্লার মসজিদতো? কেউ বলেন, আশে পাশে আউয়াল ওয়াক্তের সালাত আদায়ের মসজিদ নাই, তাই? কেউ বলেন যে, দাওয়াতী স্বার্থে বা ইকামতে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে উনাদের জামায়াতে শরীক হতেই হবে। অবশ্য দলিল না থাকলেও উনাদের যুক্তি বলে, আমার আফসোস তখনই হয় যখন এইসব উদার মনের আহলে হাদীসগণ বলে থাকেন যে, উনারা কি মুসলমান না?

আরও প্রকাশ থাকে যে, ফজর সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত শুরু হয় সুবহে কাযেব (ঘুট ঘুটে অন্ধকারে) এর একটু পর অর্থাৎ পূর্বের আকাশে যখন সাদা আভা ফুটে উঠে অর্থাৎ সুবহে সাদেক। আউয়াল ওয়াক্ত শেষ হয় ইস্ফার (ফর্সা) হলে। সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, ফর্সা হওয়ার পর হতে সূর্য উঠা পর্যন্ত সময় হচ্ছে ফজরের শেষ ওয়াক্ত যে সময়ে জিব্রাইল (আ.) দ্বিতীয় দিনে সালাত আদায় করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

এই শেষ সময় দিনাজপুর শহরের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে ফজরের সালাত পড়া হয়-এমন এক দিনের কথা বলছি, ২০০১ইং সাল আমার বড় ছেলের চোখ অপরেশন হবে, ভর্তি করেছি দিনাজপুর সদর হাসপাতালে, দিনটি ছিল-২৯শে শাবান। ছেলের সাথে হাসপাতালের বেডে আমাকেও

থাকতে হয় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হাসপাতালেই পড়ি। কিন্তু মাগরিবটাই জামায়াত পাই অন্য চার ওয়াক্ত একাই পড়তে হয়। যাই হোক পহেলা রামাযানে সৌভাগ্যক্রমে ফজরের জামায়াত পেলেও বিরাট হাঙ্গামার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিষয়টি এই– অবশ্য তারাবীহ সালাতে-নোয়াখালীর ইমাম সাহেব মুয়াজ্জিন ভায়া লাউড স্পীকারে জানিয়ে দিলেন ফজরের আযান হবে পৌনে ৫ টায় জামায়াত হবে ৫-২০ মিনিট এর পরিবর্তে ৫টা। অবশ্য তাই হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে মসজিদের দেয়ালে ঝুলানো নামাযের সময়সূচি বোর্ডের ঘড়ির কাটা, ঘোষণা অনুয়ারী সরানোর কথা ইমাম, মুয়াজ্জিন দুজনেই ভুলে গিয়েছিলেন-এটাই ছিল হাঙ্গামার সূত্রপাত। হাসপাতালের উত্তর পাশের এক বড়লোক মানুষ। তিনি নিয়মিত মুসল্লী। তিনি বাসা থেকে সাহরী খেয়ে এসে ফজরের জামায়াত না পাওয়ায় ভীষণ হৈচৈ শুরু করলেন। আমি মসজিদের বারান্দায় হাতে তসবীহ গুনছি, কিন্তু ভিতরে অদ্ভূত কাণ্ড। উনি ইমাম সাহেবকে মারতে উঠলেন। অধিকাংশ মুসল্লি তখন চলে গেছে। ফলে ইমাম মুয়াজ্জিনকে অপমান থেকে বাচানোর লোক নেই বললেই চলে। যারা আছেন তারা সবাই ভয়ে মুখ খুলছেন না। উনার একটাই জোড়ালো যুক্তিযুক্ত দাবি যে, সময় সূচিতে ফজরের নামায ৫টা-২০মিঃ অথচ আপনি জামায়াত করেছেন ৫টায়, আপনি বড় আলেম, অতএব আপনার ভুল হবে কেন? কেউ কেউ বললেন স্যার! আজ পহেলা রামাযান এসব থাক পরে এসব নিয়ে বসব কিন্তু উনি নাছোড়বান্দা। আমার মনে হয় উনার ইমাম সাহেবের সাথে কোন পুরানো জের ছিল, নইলে এভাবে মানুষকে আক্রমণ করে তা-আমিও ভাবতে পারিনি।

উনি হানাফী মাযহাবভুক্ত মুসল্লি। ইমাম সাহেব একই মুখে কতবার যে, ভুল স্বীকার করলেন কিন্তু উনি সেদিকে কোন কানই দেননা। সময় সম্পর্কে এতই সচেতন যে বারবার বলছেন একদিনে ২০ মিঃ জামায়াত এগিয়ে আসলে এক মাসে কত মিনিট আগাবে? ইমাম সাহেব বলছেন, সেহরীর ক্যালেন্ডারে যে হারে এক মিনিট আধ মিনিট করে আছে সেইভাবে আগাবে কিন্তু স্যার ঐ নিয়ম মানতে রাজি হলেন না। কেননা স্যারের দাবী আজ কিসের ভিত্তিতে ২০ মিঃ হলো জবাব দিন। ইমাম সাহেব বারবার আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। আমার খুব মায়া হলো-তারপর আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে স্যারকে বললাম, স্যার অন্ধকারে

www.waytojannah.com

ফজরের সালাত আদায় করার অনেক হাদীস আছে। এমনকি বুখারী-তিরমিযির দুএকটি হাদীস বরাত সহ উল্লেখ করলাম।

কিন্তু হানাফী মাযহাবে অন্ধকারে পড়ার দলিল আছে একথা উল্লেখ না করতেই স্যারের কঠিন রাগ কিছুটা ঠান্ডা হলো-তারপর ইমাম তাহাবী অন্ধকারে ফজরের সালাত আদায়ের পক্ষে রায় দিয়েছেন প্রমাণ দিতে চাইলাম-আস্তে আস্তে পরিস্থিতি মারামারির পর্যায় থেকে টানাটানির পর্যায় এল উল্টো আমিই ধমকাতে শুরু করলাম-বললাম ইমাম সাহেব! এই মুয়াজ্জিন যদি এমন ভুল আর কোনাদিন করে তাহলে ওকে বাদ দিয়ে অন্য মুয়াজ্জিন নিবেন। এই জন্য যে, নামাযের সময় সূচি সাথে সাথে ঠিক করে রাখেনি কেন ? এটা শহরের মসজিদ এখানে উচ্চ শিক্ষিত মুসল্লিগণ সালাত পড়ে। উনারা সময়ের মূল্যায়ন জানেন-তাহলে কেন উনি ভুল ধরবেন না? এবার স্যার আমার নাম ঠিকানা বাসা জিজ্ঞেস করলেন-আমি ফাজিল মাদরাসার শিক্ষক সেটাও বললাম, উনি এবার চুপসে গেলেন। বললাম আমি আহলে হাদীস-স্যার খুশিতে বাগ বাগ। অবশ্য শহরে উনি আমাকে প্রায় দেখেন কিন্তু সঠিক পরিচয় জানেন না। ইমাম সাহেব আগে আমাকে দেখলে সালাম দিতেন কিন্তু এখন শুধু সালামই নয় হোটলে ঢুকানোর চেষ্টা ছাড়েন না কিন্তু আমি পাশ কেটে যাই।

সে যাই হোক ঘটনার পরের দিনের কথাটা আজও ভুলতে পারিনি ইমাম সাহেব আমাকে নিরিবিলিতে ডেকে বললেন কি বলব হুজুর! ঐ সব বড় লোকদের জ্বালায় ইমামতি করাও মুশকিল হয়ে পড়েছে, দেখেছেন তো ব্যবহারটা? ঐসব জেনারেল শিক্ষিত লোকগুলো কি আমাদের মর্যাদা বুঝে? আমি মনে মনে হাসলাম কিন্তু জবাব দিতে পারিনি। উক্ত ঘটনার তিনমাস পর আমার ছেলেকে নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য আবার হাসপাতালে ভর্তি হই। প্রথম দিন ভোরে ফজরের সালাত পড়তে গেলাম কিন্তু মুয়াজ্জিন মসজিদের বারান্দার গেট পর্যন্ত খুলে দেন নি। অনেক ডাকাডাকির পর তিনি গেটে এসে আমাকে জানান যে, ইমাম সাহেব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন ফজরের আযান হওয়ার দশ মিনিট পর গেট খুলতে। আমি প্রতিবাদ না করে বাহিরে ওযু সেরে হাসপাতালের বেডেই সালাত আদায় করলাম। পরদিন থেকে বেশ কিছু দূরে হেঁটে গিয়ে দিনাজপুর রেলস্টেশন আহলে হাদীস মসজিদে ফজরের সালাত পড়েছি। একদিন সুযোগ পেয়ে ইমাম সাহেবকে বললাম ভাই?

www.waytojannah.com

মুয়াজ্জিন যদি শুধু বারান্দার গেট খুলে দেন তাহলে ফজরের সালাত পড়ে নিতে পাড়ি। তিনি জওয়াব দিলেন কি করব হুজুর! এখানে চাকরী করি-মসজিদ কমিটির নিষেধ আছে, কারণ মসজিদ থেকে অনেক জিনিষ হারিয়ে যায়। আমি বললাম ঠিক আছে কাল পরশু আমার ছেলে রিলিজ হবে, এ দুদিন না হয় একটা ব্যবস্থা হবে। আমার ছোট্ট ছেলে বাহিরে গেলে কান্নাকাটি করে তাই বলছিলাম আর কি? অনেক সময় অনেক কথাই মনে হয় তবে একটি কথা ভেবে শান্তনা অনুভব করি তাহলো দিনাজপুর সদর হাসপাতাল মসজিদে মেয়েদের সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

সালাত অসময়ে দেরিতে হলেও ব্যবস্থা আছে কিন্তু অন্য সব মসজিদে ইমাম মুসল্লিগণ এ কাজকে পাপ ও ঘৃণার কাজ মনে করেন। ফলে ঢাকায় বায়তুল মোকারম ও দিনাজপুর সদর হাসপাতাল মসজিদের উদাহরণ দিতে মুকাল্লিদ ভাইদের নিকট সুবিধা হয়। এই প্রবন্ধে আমার ঘটনাটি অযৌক্তিক মনে হলেও শুধু মাত্র সময়ের কারণে এদেশের অনেক লা মাযহাবী মুসল্লীর একা সালাত আদায় করতে হয় এটাই দুঃখের কারণ নয় বরং মাযহাবী ভাইদেরও অনেক সময় ভীষণ বিপদের কারণ হয়ে দাড়াঁয় যা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করেছি। আশা করি যারা নিয়মিত সালাত আদায় করেন তারা যেন আউয়াল ওয়াক্তে সালাত পড়ে সৎ আমলের অধিকার হতে পারেন এই কামনা করছি। আল্লাহ আমাদিগকে সেই তৌফিক দান করুন। – আমিন।

আউয়াল ওয়াক্তে যোহর সালাতের দলিল

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন-যোহরের সময় যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে আর মানুষের ছায়া তার সমপরিমাণ হয় তথা আসরের সময় আগমন না হওয়া পর্যন্ত (তা বিদ্যমান থাকে) এ হাদীসের মূল রাবীর পিতার নাম আমর ও উমার উভয়ই পরিলক্ষিত হয় বিধায় আমরা সবুলুস সালামের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।- বুলুগুম মারাম-১ম খন্ড-৬২ পৃঃ, মুসলিম মিশকাত হাদীস নং-/৫৮১,আবু দাউদ-তিরমিযি মিশকাত হাদীস নং-/৫৮৩-তাহকিক-আলবানী।

উপরের হাদীস থেকে আমরা যোহরের সালাত শুরুর সময় এবং শেষ সময় জানতে পারলাম। এখন প্রশ্ন এসে যায়-বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হলে

যদি যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয় তাহলে বস্তুর ছায়া অর্ধেক হলে, যোহরের মধ্যবর্তী সময়। আর বস্তুর ছায়া শুরু থেকে অর্ধেক হওয়া পর্যন্ত যোহরের আউয়াল ওয়াক্ত শেষ সময় এবার যদি আমরা ঘড়ির সময়ের সাথে মিলিয়ে নেই তাহলে ঠিক ১২টায় দুপুর ধরলে ১২টা থেকে ১২-৩০ মিনিট আউয়াল ওয়াক্ত। আর ১২-৩০ মিঃ হতে ১টা পর্যন্ত শেষ ওয়াক্ত এসে যায়। বর্তমান বাংলাদেশের দৈনিক জাতীয় পত্রিকাগুলোর সময়সূচি কিন্তু তারও আগে নির্ধারণ করা হয়েছে, বিশ্বাস না হয় দৈনিক ইনকিলাব এর প্রতিদিনের নামায়ের সময়সূচির সাথে মিলিয়ে দেখুন? আর আমাদের বাংলাদেশের মসজিদগুলোর নামাযের সময়সূচি বিচার করুন দেখবেন তাতে আকাশ যমিন পার্থক্য ধরা পড়বে। এখন আপনি কোনটিকে ঠিক ধরবেন ? সত্যের পথে এগিয়ে যেতে চান তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, দৈনিক পত্রিকাতে যে সময়সূচি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্য বাংলাদেশের বড় বড় আলেম গবেষণা করেই দিয়েছেন, যা সহীহ সুন্নাহর সাথে অনেকটা মিলে যায়। কিন্তু এই গবেষণাকৃত সময়সূচি কি বাংলাদেশের কোন মসজিদগুলোতে ব্যবহার করা হয়? কখনই না। তাহলে এই গবেষণার মূল্য কোথায়?

এরূপ বাস্তব সত্য ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ১-৩০ মিনিটে যোহরের সালাত আদায়ে হয় জনগণ ধোঁকা খাচ্ছে, না হয় পত্রিকার সম্পাদক বা রির্পোটার ঐ আমলহীন সময়সূচি দিয়ে দেশবাসিকে ধোকা দিচ্ছেন। ভীষণ দুঃখ হয় এদেশের একদল দাওয়াতী ভাই মানুষকে নামাযী বানানোর জন্য ভীষণ ব্যস্ত কিন্তু সঠিক সময়ে বা আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় না করলে যে, সারা জীবনের সালাত ব্যর্থ হবে সেদিকে ভুলেও তাকানোর সুযোগ নেই। অন্য দল আবু জেহেল মার্কা কথা বলে যে ঐ সব খুঁটিনাটি বিষয়। আগে ইকামতে দ্বীন কায়েম করতে হবে মিথ্যা ধোকা বাজী আর কাকে বলে?

এবার আসুন! শীতকাল ও গরমকালে যোহরের সালাত সর্ম্পকে রাসূল(সা.) কি বলেছেন তা দলিলসহ জেনে নেই ঃ বিশিষ্ট সাহাবী আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ যখন গরমের প্রচন্ডতা কঠোর আকৃতি ধারণ করে তখন ঠান্ডা করে যোহরের সালাত আদায় কর। কেননা জাহান্নামের উত্তাপের কারণেই ইহা বৃদ্ধি পায়। - সহীহ বুখারী হাদীছ নং ৫৩৬, সহীহ মুসলিম ২/৪০১ ইঃ ফাঃ বাঃ, তিরমিযি-১ম খন্ড- ১৯৮পৃঃ অনুবাদ আব্দুন-নুর-সালাফী।

www.waytojannah.com

যোহরের সালাত প্রচন্ড গরমকালে কতক্ষণ দেরিতে পড়া যাবে, তা নিয়ে বিদ্বানগণের মাঝে বিভিন্ন মতভেদ থাকলেও বিলম্ব শর্ত হচ্ছে যোহরের শেষ ওয়াক্তে কোনক্রেমেই পড়া যাবে না, তবে মুসাফির ব্যক্তি বা সফর অবস্থায় যোহরের শেষ ওয়াক্তে আসরের সালাতকে একটু এগিয়ে নিয়ে যোহর আসর একত্রে পড়তে পারবেন এ সর্ম্পকে ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) মদীনাতে যোহর আসর আট রাকাত এবং মাগরিব ঈশা সাত রাকাত একসঙ্গে আদায় করেছেন। তখন বর্ণনাকারী আবু যাবের ইবনে যায়েদ বলেন, সম্ভবত বৃষ্টির দিনে রাসূল (সা.) এমনটি করেছেন উত্তরে যাবের বললেন-এরূপই হবে। - সহীহ বুখারী -১ম খন্ড-৩৬৯ পৃঃ।

এছাড়াও ইমাম তাবরানী ইবনে মাসউদ (রা.)এর বর্ননায় মারুফ হাদীসের বরাত দিয়ে একাধিক হাদীস আনয়ন করেছেন সেগুলির সারর্মম হচ্ছে একত্রে যোহর-আসর, মাগরিব-ঈশা একত্রে জমা করে পড়তেন তখন তাকে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমি ইহা এজন্য করেছি যাতে আমার উম্মতগণ কোনরূপ অসুবিধায় না পড়ে, অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা.) গরম বৃষ্টি ও সফর ছাড়াও মদীনায় এরূপ করেছেন।

- সহীহ বুখারীর-/৩৬৯ নং হাদীসের টিকা।

সম্মানিত পাঠক! আমাদের দেশের অধিকাংশ মসজিদগুলোতে সারা জীবন ধরে শীত, গ্রীস্ম , বর্ষা, শরত, হেমন্ত ও বসন্ত সারা বছর একই সময়ে অর্থাৎ বেলা ১-৩০ মিনিটে যোহরের সালাত আদায় করলে সালাত শুদ্ধ হবে কি ? নাকি রাসূল (সা.) এর হাদীসের উপর আমল করা ঠিক হবে তা অবশ্যই সত্যসন্ধানী মুসলিমগণ জানতে চায়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) কি বলেছেন সেটাও খুঁজে দেখা প্রয়োজন। যদিও পূর্বের বুখারী মুসলিম হাদীস দ্বারা জানতে পেরেছি এবং রাসূল (সা.) বলেছেন যে, প্রচন্ড গরমকালে তোমরা ঠান্ডা করে অর্থাৎ দেরিতে সালাত আদায় কর। এখানে শীতকালে তাড়াতাড়ি সালাত আদায় করার আলাদা হাদীস থাকলেও তা বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু বিশ্ব নবী (সা.) এর নির্দেশ পালন করছি কোথায়?

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) গরমকালে দেরিতে যোহরের সালাত আদায় করতেন এবং শীতকালে তাড়াতাড়ি যোহরের সালাত আদায় করতেন। - সুনানে-নাসাঈ-মিশকাত-১ম খন্ড -৬২ পৃঃ সালাতে মোস্তফা-১ম খন্ড-৬৯ পৃঃ।

www.waytojannah.com

কিন্তু আমাদের দেশের বাপদাদা ও মুরুব্বীদের বেঁধে দেওয়া সাড়া বছরে দেড়টার উপর আমল চলতে থাকলে উক্ত হাদীসগুলোর আমল করবে কারা ? গুটি কয়েক লা-মাযহাবীরা উক্ত হাদীসগুলোর উপর আমল করে বলেই কি তারা হাদীস ওয়ালাদের উপর রাগ? অনেক মুফতি মুহাদ্দিস ফতোওয়া দিয়ে বসে আছেন যে, লা মাযহাবীদের মসজিদে নামায পড়লে আবার নামায দোহরাতে হবে (নাউযুবিল্লাহ)। আর এর নামই কি বেশি বেশি রাসূল প্রীতি? আমরা যদি হাদীসের আমল ছেড়ে দিয়ে ফিকাহবিদের যুক্তির দিকে সত্য মন নিয়ে তাকাই তাহলে যুক্তির খাতিরেও সারা বছর ১-৩০ মিনিটে যোহর সালাত টিকে না। কারণ পৃথিবীতে এমন মানুষ নেই যিনি অস্বীকার করবে যে, শীতে দিন ছোট হয় এবং গ্রীষ্মকালে দিন বড় হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে ঘন্টা, মিনিট ও সেকেন্ড মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে যে, শীতকালে ১৪ ঘন্টার রাত ও ১০ ঘন্টার দিন এবং গ্রীষ্ম কালে ১০ ঘন্টার রাত এবং ১৪ ঘন্টার দিন। এ হিসাবে সালাতের সময়সূচি পরিবর্তন হবেনা কেন? শুধু কি আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সময়টা সালাতের অন্তর্ভুক্ত নাকি, যোহর সালাতও পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যেই? এ প্রশ্নের জবাবে যদি বলা হয় যে, যোহরসহ তো সালাত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয। নইলে সালাত ফরয থাকে কোন আইনে? অতএব যুক্তিবিদ্যার নীতিমালা অনুসারে যোহর সালাতের সময়সূচি পরিবর্তনের দাবী রাখে বৈ কি?

এবার যারা নতুন যুক্তি উপস্থাপন করে বলতে চাইবেন যে, বিশেষ করে ইকামতে দ্বীন কায়েমকারীগণ অনেক চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শীয়াদের কল্পিত সুরে বিভিন্ন মঞ্চ-ময়দানে বলে বেড়াচ্ছেন যে, কুরআন ধর, কুরআন ধর। কারণ হাদীস নির্ভুল নয়, কুরআন হচ্ছে নির্ভুল অর্থাৎ সহীহ হাদীস মানতে গেলে উনাদের ইসলামী দলের পরিচিতি থাকে না। ফলে শুধু কুরআন ধর কুরআন ধর সুর। যাই হোক শুধু কুরআন ধর সুরে বলতে চাইবেন যে, আল্লাহ যেহেতু সালাত নির্দিষ্ট সময়ে ফরয করেছেন। অতএব আমরা ১-৩০ মিঃ বা দেড়টার সময়কে নির্দিষ্ট করেছি। বাহঃ কি সুন্দর যুক্তি। এ প্রসঙ্গে আমার দাবী হলো যোহর যদি নির্দিষ্ট ১-৩০ মিনিটে হয় তাহলে বাকী চার ওয়াক্ত কি নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে হবে না ? অবশ্যই পড়তে হবে। এবার তাহলে শীতকালের ফজর সালাত ও মাগরিব গ্রীষ্ম কালের নির্দিষ্ট সময়ে পড়ুন দেখি? এখানে পৃথিবীর কোন মানুষের যুক্তি-তর্ক নয় বরং বাস্তব

সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে। যেমন শীতকালের ৪-৪৫ মিনিটের ফজর ও ৫-১৫ মিনিটের মাগরিব সালাত-গ্রীস্মকালের সময়ে ঠিক রাখলে এদেশের মসজিদের ইমামগণকে অবশ্যই পাবনা পাঠাতে হবে। আমার বিশ্বাস পাবনা যাওয়ার আগেই দেশের সাধারণ জনগণ উনাদের ভাবনা মিটিয়ে দিবেন। আর যদি এরূপ অবস্থায় ভাগ্য ক্রমে রামাযান মাস পরে যায় তাহলে বিরুদ্ধবাদীগণ যেমন আহলে হাদীসদেরকে উপহাস করে বলে যে, লা-মাযহাবীরা বেলা থাকতেই ইফতার করে (নাউযুবিল্লাহ)। তখন অর্থাৎ গরমকালে যখন ৭-১০ মিঃ বেলা ডুবে, যুক্তি অনুসারে ৫-১৫ মিনিটে ইফতার ও মাগরিব সালাত আদায় করলে অবস্থা কি দাঁড়াবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবার বলুন দেখি– শুধু কুরআন মান, শুধু মান ওয়ালাগণ ইসলামের কত বড় শত্রু? এই বিশ্বাসঘাতকদের নিকট সালাতের সঠিক সময় বা আউয়াল ওয়াক্তের কথা বললেই উনারা বলেন যে, ঐসব খুঁটিনাটি বিষয়। ধোকাবাজ আর কাকে বলে!

প্রিয় হক তালাশী বন্ধুগণ! যুক্তিবাদী ফিকাহবিদগণ যতই যুক্তি পেশ করুক না কেন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কোন ওয়াক্তই সারা বছর একটি সময়ে নির্দিষ্ট থাকবে না। থাকে না যেমন অন্যান্য চার ওয়াক্তে। বাঁকী থাকল উনাদের শেষ যুক্তি- তাহলো শীত, গ্রীস্ম সারা বছরই দুপুর হয় ১২টায়, যেমন ফজর ও মাগরিবের নির্দিষ্ট সময় নেই। অতএব যোহর কোন নির্দিষ্ট সময়ে হবে না? এরূপ যুক্তির জবাব দেওয়ার পূর্বে আমার প্রশ্ন হচ্ছে উনাদের মধ্যে রাসূল প্রীতির খবরটা বেশি বেশি শুনা যায়। এই মর্মে প্রশ্ন হচ্ছে যে, উনারা রাসূলের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতি জানেন কি না ? যদি বলা হয় একশত ভাগ মানি তাহলে প্রবন্ধের শুরুতে বুখারী ও মুসলিমের একাধিক হাদীসের নির্দেশে গরমে দেরিতে এবং শীতকালে তাড়াতাড়ি যোহর সালাত আদায় কর এবং তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করেছেন, তার প্রমাণে একাধিক হাদীস দেখতে চান, তা দেখাতে আমি লেখক সর্বদা প্রস্তুত। আর আমার নিকটই বা দেখতে চাইবেন কেন ? উনারা কি সহীহ হাদীস পড়েন না? শুধু নয়, এদেশে সর্বপ্রথম হাদীসের কিতাব উনারাই অনুবাদ করেছেন। তবে মানার বিষয়টায় প্রমাণ নেই তো? তা একবার হলেও মানতে চেষ্টা করুন না? দেখা যাবে যোহর সালাতের সময় সারা বছর নির্দিষ্ট ১-৩০ মিঃ ঠিক রাখতে পারেন নাকি ? নির্দিষ্ট সময়তো

দূরের কথা নিজেদের মনগড়া ১-৩০ মিনিট উহাও হাওয়াতে উড়ে যাবে। আমার ভীষন হাসি পায় যখন মিলাদ মঞ্চে সবাই দাঁড়িয়ে এ সুরে বলেন-ইয়ানাবী সালা মালাইকা – বিশ্বনবীর সাথে এরূপ ধোকা?

বিজ্ঞ পাঠক! আর একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে তালাশ করি, যোহরের আউয়াল ওয়াক্ত কোনটা? যেহেতু মানুষের সর্বোত্তম সৎ আমল হচ্ছে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা আমরা ইতিপূর্বে সহীহ মুসলিম, আবুদাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) এর হাদীস থেকে জানতে পেরেছি যে, যোহর সালাতের শুরু হচ্ছে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয় তখন যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে , যোহরের আউয়াল ওয়াক্ত কোনটা? এ প্রসঙ্গে হক কথা হলো জিব্রাইল (আ.) প্রথম দিন বেলা গড়ার সাথে সাথেই যোহর আদায় করেন এবং দ্বিতীয় দিন শেষ সময়ে মাঝা মাঝি আপনার উম্মতের সালাতের সময়।

অতএব জিব্রাইল (আ.)এর নির্দেশ মোতাবেক শেষ ওয়াক্ত বিনা কারণে বড় জামায়াতের আশায়, দেশের প্রচলিত সময়সূচি অনুসারে যোহর সালাত আদায় করলে সালাত শুদ্ধ হবে কি ? উত্তর পাঠকদের নিকট। ফিরে আসি জিব্রাইল (আ.)এর নির্দেশ এর প্রতি-তিনি মাঝামাঝি বলতে কি বুঝিয়েছেন।

হক তালাশী পাঠক! জিব্রাইল(আ.)এর নির্দেশ রাসূল(সা.) ব্যতীত পৃথিবীর কোন ইমাম মুজতাহিদ বেশি বুঝেন, নাকি রাসূল(সা.)? এর জবাবে পৃথিবীর সকল মাযহাবের মুসলিম একবাক্যে বলবেন যে, রাসূল ব্যতীত অন্য কারোও তা বুঝা সম্ভব নয়। তাহলে উপরের সহীহ হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন, যোহর শুরু বেলা গড়ার পর এবং শেষ বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে, আপনি যদি ঘড়ির কাঁটার সাথে মিলিয়ে প্রমাণ করতে চান তাহলে দেখতে পাবেন যে, ১২ টায় বেলা গড়ে ১-৩০ মিনিটে বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। কিংবা তার কিছু বেশিও হতে পারে যেমন ১-৪০ মিঃ।

তাহলে জিব্রাইল (আ.)এর মাঝামাঝি বলতে ১-৪০ মিনিটের অর্ধেক দাঁড়ায় ১২-৪৫ মিঃ অথবা ১২-৫০মিঃ। এখানে আউয়াল ওয়াক্ত বলতে ১২-৪৫ মিঃ হতে শুরু এবং ১-৪৫ মিনিটে শেষ তাহলে জ্রিবাইল আলাইহিস সালাম এর নির্দেশ মোতাবেক মাঝামাঝি পড়লেও যোহর সালাত ১২-৪৫ মিনিটে পড়তে হয়। কিন্তু ১-৩০ মিনিট কিসের ভিত্তিতে যোহরের সময়

হয়। তা খাঁটি ঈমানদারগণ জানার অধিকার রাখে নাকি? এই জানাটাকি খুবই অপরাধ?

দেশের সমস্ত মুসলিমবৃন্দ কোন সময়সূচি অনুসারে সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার ইচ্ছা আমি লেখক জহুর বিন ওসমান এর নেই। কিন্তু জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় "ইত্তিফাক" এ প্রতিদিন প্রচারিত নামাযের সময় সূচি অনুযায়ী যোহর ১১টা ৫০ মিনিটে শুরু বেঠিক হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে শুধু শুধু লা-মাযহাবীদেরকে ওহাবী-খারেজী বলা ঈমানের পরিচয় হতে পারে কি? তবে গরম কালের জন্য কিংবা সফর অবস্থায় থাকলে উক্ত সময় প্রযোজ্য নয়। সেই সাথে খারেজী বা সুস্থ ব্যক্তিগণও উপরের সময় যোহরের সালাত আদায় করতে অসমর্থ হলে তারা সুবিধা মত সময়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায় কিন্তু আর একটু আর একটু বলে সময় ক্ষেপণ করা বা বড় জামায়াতের আশায় দেরিতে লোকদের সালাত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে এরূপ আশা করা ঈমানদারদের কাজ নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করার তৌফিক দান করুন। – আমীন।

আসর সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত

আউয়াল ওয়াক্তে আসরের সালাত আদায় করা সর্ম্পকে সহীহ মুসলিম,আবু দাউদ ও তিরমিযিতে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসগুলোর বর্নণাকারী হলেন, আনাস বিন মালিক, আয়েশা, আবু উসামা, রাফে ইবনে খদিজ (রা.) ও আরও অনেক-যেমন আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আসরের সালাত আদায় করতেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হত। – সহীহ মুসলিম ২য় খন্ড-৪০৬ পৃঃ ইঃ ফাঃ বাঃ।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, আবু উসামা বলেন, আমরা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) এর সহিত যোহরের সালাত আদায় করে আনাস ইবনে মালিক এর নিকট গমন করলাম, তারপর আমরা দেখতে পেলাম যে, তিনি (আসরের) সালাত আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম চাচাজী! আপনি ইহা কোন সালাত আদায় করলেন? তিনি বললেন-আসরের সালাত। আমরা রাসূল (সা.) এর সাথে (এ সময়ে) এভাবে আসরের সালাত আদায় করেছি। – সহীহ বুখারী-১/৩৭২ পৃঃ, তিরমিযি ১/২০২ পৃঃ, বুলুগুম মারাম ৬৩ পৃঃ।

এখানে পাঠকদের মনে যাতে কোন সংশয় সৃষ্টি হতে না পারে এজন্য আগাম জানিয়ে রাখছি যে, অত্যন্ত সমস্যার কারণে আসরের সালাত সূর্যাস্তের প্রাক্কালে রক্তিম সময় পর্যন্ত পড়া যায়েজ আছে। - প্রাগুক্ত-নায়নুল আওতার ২য় খন্ড-৩৪ পৃঃ আসরের পছন্দীয় সময় ও শেষ সময় অধ্যায়-সালাতুর রাসূল ২৮ পৃঃ।

আরও প্রকাশ থাকে যে, আসরের সালাত বস্তুর ছায়া এক গুণ হতে বৃদ্ধি পেলেই আউয়াল ওয়াক্ত শুরু হয়। আর ছায়া দ্বিগুণ হলে আউয়াল ওয়াক্ত শেষ হয়। অতএব আউয়াল ওয়াক্তের পর থেকে সূর্যের তেজ কমতে থাকে এবং আলোর রং হলুদ হতে শুরু করে। এ সর্ম্পকে কারও মনে দ্বিধা-দ্বন্দ বা সংশয় দেখা দিলে তারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বিশেষ করে শীতকালে বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পূর্ব থেকেই সূর্যের আলো হলুদ হতে থাকে। এখন অনেক পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে, সূর্যের তেজ বা আলোর রং নিয়ে এত মাতামাতি কেন ? আগের বড় বড় ইমামগণ কি হাদীস না বুঝেই বেলা ডোবার কিছু পূর্বে আসরের সালাত পড়েছেন ?

হ্যা বন্ধুগণ ! আমার উদ্বেগের কারণ এখানেই।

এ সর্ম্পকে আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যারা বসে বসে আসরের সালাতের জন্য সূর্যের অপেক্ষা করে এমনকি সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝামাঝি আসলে তারা দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে এতে আল্লাহকে কমই স্মরণ করা হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ ঐটা হচ্ছে মুনাফিকদের সালাত। - সহীহ মুসলিম ২য় খন্ড-৪০৮ পৃঃ ইঃ ফাঃ বা।

সত্য সন্ধানী বন্ধুগণ! সত্য করে বলবেন কি? উক্ত হাদীসের আওতায় কারা পড়বেন? নামায নামায করে যারা দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত তাদের প্রতিদিনের আসরের সময়টা একটু পরীক্ষা করে দেখুন তো? উনারা কোন দলের লোক? উনারা মনে করেন যে, মানুষকে নামাযী বানাতে পারলেই বুঝি জান্নাত হাসিল হয়ে গেল। কিন্তু আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় না করে দেরিতে সালাত পড়লে মোনাফেক হতে হয় তা কি খেয়াল করার সুযোগ হয়েছে আমাদের? যেখানে আউয়াল ওয়াক্তের দুই আসলি ছায়া অতিক্রম করে, তখন উনারা মসজিদের আশে পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকেন। আসলি ছায়া যখন তিন অতিক্রম করে তখন উনারা, আযান দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেন। আসলি ছায়া যখন চার অতিক্রম করে তখন উনারা আযান দেন।

আসলি ছায়া যখন পাঁচ অতিক্রম করে ছুঁই ছুঁই করে তখন উনারা জামায়াত শুরু করেন। দিনাজপুরের অনেক মসজিদে পাঁচ আসলি ছায়াতেও জামায়াত হয়।

বিজ্ঞ পাঠক! এরূপ জামায়াতের নিয়মিত শরীক হলে কি অধিক ফযিলতের আশা করা যায়? আল্লাহর রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ চার আছলি কিংবা পাঁচ আছলি ছায়াতে আসরের সালাত আদায় করেছেন এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারলে উনাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। তবে আমি পূর্বেও হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, সমস্যা থাকলে সূর্য ডোবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আসরের সালাত আদায় করা যায়েজ আছে। অতএব বিনা কারণে নিয়মিত আসরের জামায়াত চার থেকে পাঁচ আসলি ছায়ার মধ্যে দেখাতে হবে।

শুধু কি তাই! বড় জামায়াত ত্যাগ করে একা একা সালাত অদায়ের চিন্তা ভাবনা আমার নেই। সহীহ্ দলিল থাকলে সাথী ছাড়া হতে চাইবে কে? হাজার হলেও উনারা ইক্বামতে দ্বীন ও দাওয়াতী কাজে সময় ব্যয় করছেন এজন্য ভীষণ দরদ হয়। অতএব উনাদের সাথে সাথী হওয়া একান্ত দরকার বৈ কি? এছাড়াও জামায়াত ত্যাগকারীদের ঘর পুড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল (সা.) এজন্য ভয়ও হয়। উনাদের সাথে আসরের সালাত আদায় করলে একটি সুবিধা বা ফযিলত নিশ্চিত যে, এক অযুতে মাগরিবের সালাত অতি সহজে হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ মাগরিব ও আসরের সময়ের মধ্যে খুব একটা সময়ের পার্থক্য নেই বললেই চলে। যাকে বলে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার। গ্রাম-গঞ্জের মসজিদগুলোতে আরও ঢের বেশি সুবিধা। মনে হয় আসর ও মাগরিব কয়েক মিনিটের ব্যবধান। আমার বিশ্বাস আল্লাহর রাসূল (সা.) এখন জীবিত থাকলে মদীনার ওবাই গোষ্ঠীর মসজিদ পুড়ে দেওয়ার আগে তিনি ভারতবর্ষের মসজিদ গুলোকে পুড়ার নির্দেশ দিতেন। এদেশে আউয়াল ওয়াক্তে আসরের সালাত আদায়কারী গণকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে ভ্রু কুচকে ইয়ার্কী ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করেন। তাদের জন্য নিম্নের হাদীস খানা আরও উপযুক্ত জবাব।

আবু মালীহ (রা.) বলেন, আমরা কোন এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে আবু বোরায়দা (রা.)এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা আগে-ভাগেই (আসরের) সালাত আদায় করে লও। কারণ রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের সালাত পরিত্যাগ করে তার সমগ্র আমলই বরবাদ হয়ে যায়।

– সহীহ বুখারী-১মখন্ড-৪০১পৃঃ।

www.waytojannah.com

মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য দেখা নাও যেতে পারে এই ভয়ে সাহাবীগণ তাড়াতাড়ি আসরের সালাত পড়েছেন এবং পড়ার আদেশ দিয়েছেন। কি প্রয়োজন ছিল, সূর্য দেখা যাবেনা এই অযুহাতে আগে না পড়ে পরে পড়লেও সালাত হত না কি? কিন্তু তারা আগেই পড়েছেন। আর আমাদের দেশের আলেমগণ বলে কি আর একটু আর একটু অর্থাৎ শেষ ওয়াক্তে মুরগির ঠোকর। কি আশ্চর্য ঈমানের জোড় মানুষ জামায়াত-জামায়াত করে কতই না ব্যস্ত। ওগো লা মাযহাবীবন্ধুগণ! আউয়াল ওয়াক্তের কাঙ্গালী হয়ে এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা কিন্তু উপরের হাদীসের আমল করতে গেলেতো এদেশে টিকে থাকাই মুসকিল।

হ্যা বন্ধুগণ ! মানুষের বড় বড় মোটা তাজা ফিকাহর কিতাব,না মেনে কুরআন ও সহীহ হাদীস মানলে তো অপবাদ পাওয়ারই কথা। এতে দুঃখ পাওয়ার কি? বরং একে সৌভাগ্যের পরশমণি বলে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? তাহলে আসুন না! অধিক ফযিলতের আশা ভুলে রাসূল (সা.)এর তরিকায় আউয়াল ওয়াক্তে সালাত প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আপনি কি জানেন? সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে সালাত আদায় করলে আপনার ডানে ও বামে মহান আল্লাহর কত শত শত ফেরেস্তামন্ডলী শরীক হবে? আপনি জানেন কি জামায়াত হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে অনুর্দ্ধ তিনজন। আপনি কি জানেন? অসংখ্য বেহকলোকের মাঝে কোন ব্যক্তি হক পথে থাকলে তিনিই জামায়াত এবং বড় জামায়াতের অধিকারী! তাহলে দেরি কেন? আজই সহীহ শুদ্ধ ভাবে সালাত আদায় করার প্রতিজ্ঞা করুন এবং সালাতের আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ের শপথ নিন। তবে আপনার আশে পাশে রাসূল (সা,)এর তরিকায় আউয়াল ওয়াক্তের জামায়াত থাকলে অবশ্যই একা সালাত চলবে না ইহা চির সত্য কথা।

মাগরিব সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত

সালমা (রা.) বলেন, সূর্য যখন পর্দার আড়ালে হেলে যায় অর্থাৎ (সূর্য অস্তমিত হয়) তখন আমরা রাসূল (সা.)এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম। - বুখারী ১মখন্ড-৩৮০ পৃঃ, মুসলিম ২য় খন্ড-৪১৯ পৃঃ, তিরমিযি-১ম খন্ড-২০৪ পৃঃ।

www.waytojannah.com

অন্য হাদীসে রয়েছে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করতেন।

- বুখারী ১ম খন্ড-৩৭৯ পৃঃ।

পরের হাদীস, রাফে ইবনে খাদিজা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূল (রা.) এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম এমন সময় যে, আমাদের কেহ ফিরে যেত এবং নিক্ষিপ্ত তীর সে স্থানে পৌছিত, সে স্থান দেখতে পেত। - মুসলিম-২য় খন্ড-৪২০ পৃঃ।

সম্মানিত পাঠক ! উপরের হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, সূর্য ডোবার সাথে সাথেই মাগরিবের সালাত আদায় করতে হবে। যেমনটি রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ করতেন। এখানে পৃথিবীর কোন ওলি-আউলিয়া, পীর ফকির-ইমাম মুজাহিদদের যুক্তি গ্রহণ যোগ্য হবে না। এখন আমাদের সমাজের উদার মনের কিছু লোক আছেন, যারা বলতে চাইবেন যে, উনারা মাগরিবের সালাত আযান দেওয়ার পর পরই আদায় করেন, তাহলে উনাদের সাথে জামায়াত হবে না কেন? এ প্রসঙ্গে আগে বলে নেওয়া উচিৎ যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে শুধু মাত্র মাগরিবের সালাতের সময় সংকীর্ণ তবুও এ সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত রয়েছে। যা একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তা হচ্ছে সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে আর সূর্য ডোবার পর পশ্চিম আকাশে লালিমা রং বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মাগরিবের সালাত পড়া চলবে। কিন্তু এই সময়টি জরুরী সমস্যা সংকুল লোকেদের জন্য কিংবা রুগ্ন মাজুর ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য আর আমাদের দেশের যে সব মসজিদের মুসল্লিগণ যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, আর একটু ভালভাবে বেলা ডুবতে দাও। হাস-মুরগী গুলো এখনও গোয়ালে উঠেনি। এখনও লাল সুতা নীল সুতা চিনা যাচ্ছে-আগের মুরুব্বীরা বলে গেছেন যে, হাস-মুরগী ঘরে উঠলে বুঝতে হবে বেলা ডুবেছে। নাউযুবিল্লাহ।

এতো গেল আগের যুগের মুরুব্বীদের বেলা ডুবার কাহিনী। কিন্তু এখনও বিজ্ঞানের যুগে সময় নির্ণয়ের বিভিন্ন পন্থায়-ধারনা কি করে কাজ করতে পারে ? হ্যা পারে, বিশ্বাস না হয় আপনি মেঘমুক্ত দিনে খোলা মাঠে গিয়ে ঘড়ি সময়ের পরীক্ষা করুন! দেখবেন উনাদের মসজিদে ৫ মিনিট থেকে ৭ মিনিট পরে আযান হবে। অন্যদিকে লা-মাযহাবীদের মসজিদে দু

রাকাত সালাত শেষ। তারপর আযান হতে হতেই বাকী সালাত শেষ। আর মাগরিব উনাদের শুরু। রামাযান মাস আসলে তো উনাদের মাগরিবের সালাতের শেষ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা ভীষণ কঠিন হয়ে পরে। এ প্রসঙ্গে আমি আমার বাড়ীর একটি বাস্তব প্রমাণ তুলে ধরতে চাই, যেমন-আমার কয়েকটি মোরগ-মুরগি আছে। তার মাঝে একটি মুরগীর এমন অভ্যাস যে, সেটা মাগরিব সাঁতরে আধ ঘন্টা পরও বাসগৃহে উঠতে চায় না, সারাদিন বাইরে ঘুরে ফিরে খেয়েও যেন ওর পেট ভরে না। বাসায় আর একটি মুরগি আছে সেটা বাচ্চাসহ বেলা থাকতেই ঘুমটা ঘরে উঠে। পরে আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি যে, মুরগির ঘুমটা ঘরের দরজা দেওয়া হয়েছে? সে জবাব দেয় লাল মুরগিটা এখনও ঘরে উঠেনি। এ ঘটনা কিন্তু মাগরিব সালাতের পরের কথা, বিশেষ করে রামাযান মাসে এরূপ ঘটনা প্রায় ঘটে। আমরা যখন বাসায় মাগরিবের পরপরই খেতে বসি, তখন মুরগিটা আমার খাওয়ার আশে পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকবে তারপর আমি যখন কিছু খেতে দেব, তখন সে খেয়ে তার বাসগৃহে ঢুকবে।

হক তালাশী পাঠক ! এবার সত্য করে বলবেন কি? ঐ মুরগিটা তার বাস গৃহে উঠার অপেক্ষায় যদি আমরা ইফাতার করি কিংবা মাগরিবের সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করি তবে ইশার সালাত কখন পড়ব? অথচ এইরূপ আকিদার মুরুব্বী আমাদের দেশে এখনও অনেক অছেন। যারা হাস-মুরগিরা তার বাসগৃহে না উঠা পর্যন্ত রোযার ইফতার করেন না কিংবা সূর্য ডোবার নিশ্চয়তা পান না। আর যারা দলিল ভিত্তিক সময় নির্ণয়ের পক্ষপাতি, তারা নাকি নবী-রাসূল (সা.) মানে না (নাউযুবিল্লাহ)। সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত বা নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে একজন খাঁটি মুসলমানকে কি পরিমাণ সর্তক হওয়া উচিৎ তা বুঝার জন্য আমার জীবনের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করতে চাই-যদিও পাঠকগণের পক্ষে ধর্যচ্যুতি ঘটতে পারে।

১৯৯৮ ইং সাল ২০শে রামাযান, বগুড়া জেলার সোনাতোলা থানা, হুয়াকুয়া গ্রাম থেকে বাস ধরার জন্য চড়পারা বাসষ্ট্যান্ডে বিকালে রওনা দিলাম। ভায়া বগুড়া হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, আমার নিজ গ্রাম হুয়াকুয়াতে একটি কুয়েতী সংস্থার মসজিদ এবং আমাদের সালাফিয়া

মাদরাসা লাইব্রেরীর জন্য কিছু মূল্যবান আরবী কিতাব। যা লিবানন বৈরুত প্রেস, মিসর ও সৌদি প্রেসে ছাপা-আল্লাহর রহমতে ঐ যাত্রায় আমদের দুটি উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছিল। যাত্রা পথে আমার সংগে ছিলেন জামায়াতুল মুসলিমিন সংগঠনের বর্তমান আমীর খালিদ বিন মুসলিম, আমার বিশিষ্ঠ ওস্তাদ উক্ত সংগঠনের বিগত আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন শওকত সাহেবের ছোট ভাই-মুফতি আবুল কাশেম বিন শওকত, মাওলানা আব্দুল কালাম, জয়পুরহাট কালাই থানার দায়িত্বশীল রফিকুল ভাই, ঢাকা-উত্তরা। কুয়েতী সংস্থার অফিসের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে আমি নিজেই যা হোক যাত্রা কালে আমারা সবাই সিয়ামব্রত পালন অবস্থায় ছিলাম। তারপর আমাদের বাসটি যখন সুখানপুকুর ও নাড়ুয়ামালা হাটের মাঝামাঝি দিয়ে পৌঁছিল তখন ইফতারের সময় প্রায় সমাগত। দূরের যাত্রা বিধায় চিড়া, মুড়ি, গুড় আমারা সংগে নিয়েছি। চলতি বাসখানি তখন উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ বগুড়ার দিকে চলছিল। আমরা সবাই বাসটির পশ্চিম পাশের জানালার ধার দিয়ে পর পর সিট নিয়েছি। ফলে পশ্চিম আকাশ মেঘমুক্ত পরিস্কার থাকায় সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ঘটে গেল, বাসভর্তি যাত্রী অনেকেই দাঁড়িয়ে আছেন নড়াচড়ার সুযোগ না থাকলেও, মুফতি আবুল কাশেম বিন শওকত সাহেব সূর্য চোখের আড়াল হওয়ার সাথে সাথে ব্যাগ থেকে গুড় বাহির করে সবার হাতে হাতে দিয়ে বললেন, আর দেড়ি কেন বেলা ডুবেছে তাড়াতাড়ি ইফতার করা রাসূল (সা.) এর নির্দেশ। এই বলে তিনি বিছমিল্লাহ বলে ইফতার করতে লাগলেন, আমার ভীষণ ইতস্তত বোধ হতে লাগল, গাড়ীর সমস্ত যাত্রীগণ আশ্চর্য চোখে, কেউ রাগে গোস্যায়-বাঘের মত চোখ উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল, কেউ কেউ নিজ হাতের ঘড়ি উল্টে পাল্টে দেখছেন, আর বিড়বিড় করে কি যেন বলতে চাইছেন, তাদের অনেকেই জামায়াতুল মুসলিমিন সংগঠনের নেতাকর্মীদের চিনেন এবং জানেন যে ইনারা কট্টরপন্থী আহলে হাদীস, কিন্তু সুযোগ পেয়েছে গাড়ি ভর্তি যাত্রীর মাঝে এভাবে সময়ের আগেই ইফতার করবে কেন ? উনাদের কি সামজিকতা বোধ জ্ঞানটুকু নেই এগুলোই হয়তো অনেকে বুঝাতে চাইছেন। কিন্তু ধর্মীয়-বিধানের সময় সূচি কি সামাজিকতা মানে ?

আমার পাশে সুখানপুকুর হাই স্কুলের হেড মাওলানা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাগে টগবগ করে বলতে লাগলেন-অ্যা আপনারা কেমন মানুষ ? এখনও ইফতারের ৭/৮ মিনিট বাকী অথচ আপনারা রোযাদারের সামনে খাওয়া আরম্ভ করলেন? মুফতি আবুল কাশেম ইফতার মুখে মিষ্টি হেসে বললেন, ঐ পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখুন তো সূর্য দেখা যায়? হেড মাওলানা সাহেব রাগত সুরে বললেন সূর্যের সাথে কি সাথ? আপনারা দেশের নির্ধারিত সময় মানেন না? এখনও আশে পাশে কোন মসজিদে আযান হয়নি। সময় হলে গাড়ীর ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে দিবে ইত্যাদি যুক্তি উনি পেশ করতে লাগলেন। মুফতি আবুল কাশেম আরও কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু খালিদ বিন মুসলিম উনার কানে কানে বলতে লাগলেন, আপনি চুপ থাকুন, ওরা মুক্কালিদ আলেম, ওদের যুক্তির সাথে সাথ পাওয়া যাবে না। অযথা তর্ক বাড়িয়ে কি লাভ ? কিছুক্ষণ পর গাড়ি নাড়ুয়ামালা হাটের যাত্রী ছাউনীতে এসে দাঁড়িয়ে গেল, ড্রাইভার বললেন ১০ মিনিটের মধ্যে ইফতার সেরে নিবেন, টাইমের গাড়ি দেড়িতে পৌঁছিলে ৫০ টাকা ফাইন দিতে হবে। গাড়িতে আরও কয়েকজন যাত্রী কুরআন হাদীসপন্থী ছিলেন, তারাও আমাদের দেখাদেখি ইফতার সেরে নিয়েছে। আমরা বাস থামার সাথে সাথে গাড়ি হতে নামলাম-পাশে রাস্তার ধারে মুফতি সাহেব মাগরিব সালাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য বললেন। আমরা তাই করলাম। জামায়াত শুরু হয়ে গেল। বাকী যাত্রীগণ ইফতার করা নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের সালাত শেষ হলো। ঐদিকে গাড়ীর হর্ন বেজে উঠল অনেকেই ইফতার মুখে চিবুতে চিবুতে দৌড়ে গাড়িতে উঠতে লাগল, সালাত আদায়ের লক্ষণ অনেকের চেহারায় ফুটে উঠল না দুই একজন মাগরিব সালাত আদায় করার দাবী করলেন বটে কিন্তু গাড়ীর ড্রাইভার, হেলপার ও কন্ট্রাকটার কেউই রাজি হলেন না। কারণ ঐ যে, ৫০ টাকা ফাইন। দ্রুত বেগে গাড়ী গাবতলী হয়ে বগুড়ার দিকে ছুটে চলল আমার মনে ভীষণ চিন্তা হতে লাগল। সামান্য ৭/৮ মিনিট সময়ের জন্যই কি মুসলমান-মসুলমানের মধ্যে এতটা আকাশ যমিন পার্থক্য? উনারা দেশ-জাতি ও সমাজের নিয়মনীতি রক্ষা করতে গিয়ে ৮মিনিট দেরিতে ইফতার করলেন। তারপর ফরয মাগরিবের সালাত আদায় করতে পারলেন না। মাঝ পথে মাযহাবী, লা মাযহাবী আলেমদের মধ্যে একটা মন কষাকষি হলো, দেখে মনে হলো এক অপরের ভীষণ শত্রু। কিন্তু

এই শত্রুতা কোন অর্থ সম্পদ বা দুনিয়ার কারণে নয়। তাহলে কেন এই ধর্মীয় ভিন্নতা ?

গাড়ি দ্রুত বেগে ছুটে চলছে। গন্তব্যস্থানে অনেক যাত্রী একে অপরে ফিসফিস আলাপ করছেন কিন্তু আমি অধম মনে ভীষণ চিন্তা করছি। আমাদের সকল মাযহাবী, লা-মাযহাবী মুসলিম ভাইয়ের দাবী একমাত্র আমাদের দলই হক পথে আছে, বাকী সবাই ভ্রান্ত। এক দল অন্য দলকে সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু কেন এই শত্রুতা ? আর কেনই বা মাযহাবী ভাইগণ আউয়াল ওয়াক্তে সালাত সিয়াম পালন করতে চায়না কিংবা পারে না ? আসলে এই গভীর ষড়যন্ত্রের আড়ালে থেকে কাজ করছে ঐ আকাশ ছোয়া মাযহাবী ফিকাহ। যা আমরা অধিকাংশ মুসলিম ভাই বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম নই। আমরা দাবী করি সবাই কুরআন হাদীস মানি, কিন্তু আসলে আমরা তা মানছি ? যদি তাই মানতাম তাহলে সময় নিয়ে ইবাদত বন্দিগীর পার্থক্য থাকবে কেন? যেমন মুফতি আবুল কাশেম ভাই মাওলানাকে দেখতে বললেন যে, পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখুন তো সূর্য দেখা যায় কি? উনি যদি সত্য মন নিয়ে দেখতেন এবং রাসূল (সা.)এর হাদীস মিলিয়ে দেখতেন যে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা রাসূল (সা.)এর সুন্নাত যা পালন করা তার উম্মতের জন্য অত্যন্ত জরুরী, তাহলে কোন বিরোধ হবার কথা নয়? কিন্তু উনি একজন বড় হেড মাওলানা বাস্তব সত্যকে পাশকেটে দেখাতে চাইলেন দেশ সমাজের রসম রেওয়াজকে, ফিকাহর রায়কে, যার নীতিমালা মুসলিম সমাজকে নানা দলে বিভক্ত করতে সাহায্য করে। সমাজে ফিতনা ফাসাদের জন্ম দেয়। বিশ্বাস না হয়, পৃথিবীর সমস্ত ফিকাহর কিতাবগুলোকে একত্রিত করে পরীক্ষা করুন? আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, এক ফিকাহর রায়ের সাথে অন্যটির কোন মিল নেই। এক ফিকাহবিদ যে বিষয়ে হ্যাঁ বলেছেন, অন্য ফিকাহবিদ তার যুক্তি র্তক ও মতামত দিয়ে সেটা না বলেছেন। তাহলে আপনারই বলুন যে, কি এক হতে পারে ? তাহলে কি করে আমরা এক হতে পারি? অথচ আপনি আমি এমনকি পৃথিবীর সকল মুসলিম যদি ফিকাহর ফিতনামূলক মতামত পরিহার করে শুধু মাত্র রাসূল (সা.)এর নির্দেশ মত কুরআন ও সহীহ হাদীস সমূহ অনুসরণ করি তাহলে দলে দলে বিভিক্ত হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না, এবং মত পার্থক্যের প্রশ্নই উঠেনা।

যাই হোক, এগুলো হক তালাশী পাঠকদের চিন্তাভাবনার বিষয়। ফিরে আসি ঐ যাত্রার বাঁকী অংশের দিকে, রাত ৮ টার দিকে বগুড়া গিয়ে পৌঁছলাম কিন্তু গাড়ীর অন্যান্য যাত্রীর ভাগ্যে মাগরিবের সালাত আদায়ের সৌভাগ্য জুটল না, হয়তো সফর অবস্থার কারণে আল্লাহ উনাদের মাফ করতে পারেন কিন্তু মুকিম অবস্থাও উনারা-দেরিতে ইফতার করেন এবং মাগরিব সালাত আদায় করেন, শুধু করেন না, সারাজীবন করে আসছেন তাহলে ঐগুলোর অবস্থা কি হবে? কালকিয়ামতের মাঠে সবাই যদি এক বাক্যে বলি যে, আমাদের দেশ, সমাজ ও জাতির মাঝে এই নিয়মনীতি চালু ছিল, এমন কি আমাদের বাপদাদাগণকে আমরা এই নিয়মনীতির উপরই পেয়েছি অবস্থা অনুসারে তাই বলতে হবে। কারণ সারাজীবন সত্যকে একবাক্যে মিথ্যা বলা সম্ভব কি? সুবিজ্ঞ পাঠক! আরও মনে রাখবেন কাল কিয়ামতের মাঠে এই সব আলেমগণ নিজেদের অপরাধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট বলে বসবে হে আল্লাহ! আমরা দুনিয়াতে এই মূর্খদেরকে আমাদের অন্ধ তাকলিদ করতে বলিনি বরং ওরাই আমাদেরকে বাপদাদার আমাল ঠিক রাখার জন্য বড় বড় ফিকাহর কিতাব লিখতে বাধ্য করেছিল এবং যারা ফিকাহ মানতে রাজি ছিল না-তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য অনুপ্রেরণা দিত এবং অর্থ সম্পদ দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করত, নইলে আজ আমাদের ঐ দুরবস্থা হবে কেন? দুনিয়াতে আমরা কি কুরআন হাদীসের জ্ঞান অর্জন করিনি? বলুনতো এরূপ সত্য স্বীকারে আমার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে ?

কিন্তু বাস্তব সত্য কথা হলো-সেদিন মনের অবস্থা আমাদের যাই হউক না কেন, সেটা আমি বড় কথা মনে করিনা, কারণ নিজ নিজ কর্মের ফলাফল আমাদেরকে মানতে বাধ্য করাবেন আল্লাহ। অথচ আজ আমরা যদি সময় থাকতে সজাগ হই কিংবা আমাদের ভুল আমরা বুঝতে না পারি তাহলে এক্ষুনি ভুল আমলগুলো সংশোধন করে, সত্য সঠিক আমল কুরআন সহীহ হাদীস সুন্নাহর আলোকে গড়তে পারি। তাহলে কেন এই অন্ধ বিশ্বাস যে, আ্যা-আগের বড় বড় আলেমগণ কি সবাই ভুল পথে ছিল? উনারা কি কুরআন হাদীস বুঝতেন না? হ্যাঁ বন্ধুগণ! এটাই হলো আমাদের চরম গোমরাহী। কারণ আগের উনারা সঠিক ছিলেন, নাকি বেঠিক ছিলেন সে হিসাব আপনাকে দিতে হবে না, বরং আপনি কি আমল করছেন তা আল্লাহ

জিজ্ঞেস করবেন। কথায় বলে"নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানো"। অর্থাৎ নিজের আমলের খবর নেই, অথচ আগের উনাদের জন্য আমাদের দরদ যেন উথ্‌লে উঠছে। আর যদি আগের উনারা ভুল ভ্রান্তি করেও থাকে, তাহলে আমাদের সুধরে দেওয়ার কোন উপায় আছে ? অবশ্যই নেই তাহলে সে দরদ দেখিয়ে লাভ কি? আল্লাহ আমাদের সকলকে এরূপ আকিদা থেকে রক্ষা করুন।

ইশার সালাতে আউয়াল ওয়াক্ত

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইশার সালাতে লোক বেশি থাকলে তাড়াতাড়ি পড়তেন আর লোকজন কম থাকলে দেরিতে পড়তেন। আয়েশা (রা.) বলেন এক রাতে রাসূল (সা.) খুবই দেরিতে ইশার সালাত আদায় করেন। এতে রাতের এক বিরাট অংশ অতিবহিত হয়ে যায় তারপর সাহাবীগণ ইহার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি আমার উম্মতদের প্রতি ইহা কঠোর না হত তাহলে আমি এটাই উপযুক্ত সময় মনে করতাম।

সহীহ বুখারী ১ম খন্ড-৩৮৩ পৃঃ মুসলিম-২য় খন্ড-৪২১ পৃঃ ইঃ ফাঃ বাঃ তিরমিযি শরীফ ১ম খন্ড-২০৫ পৃঃ।

এ ছাড়াও অন্যান্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার সালাত মাগরিব সালাতের পর পশ্চিম আকাশে লালিমা রং দূর হলে, অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তবে জরুরী কারণ বশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা জায়েয আছে। ইমাম মুসলিম ইহা কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

-ফিকাহ্‌স সুন্নাহ-১মখন্ড-৭৯পৃঃ সালাতুর রাসূল-২৯ পৃঃ।

অন্য হাদীসে সাহাবী নুমান বিন বশীর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন-আমি ইশার সালাতের সময় সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাহলো-তৃতীয় রাতের চাঁদ যখন ডুবে যায়, রাসূল (সা,) তখন ইশার সালাত পড়তেন। - তিরমিযি-১ম খন্ড-২০৪ পৃঃ আবু দাউদ মিশকাত-১ম খন্ড-৬১ পৃঃ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, বুখারী মুসলিম ও অনান্য হাদীস গ্রন্থের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা সর্বোত্তম আমল। এ অবস্থায় ইশার সালাত দেরিতে আদায় করব নাকি আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করব? এ প্রসঙ্গে আমরা রাসূল (সা.) এর এক রাতের বিশেষ কারণের দেড়িতে ইশার সালাত আদায়ের আমল আকঁড়ে ধরে থাকতে পারিনা। শুধু কি তাই! রাসূল (সা.) আরও বলেছেন-যদি আমার উম্মতের

জন্য ইহা কষ্টকর না হত তাহলে আমি দেরিতে ইশা পড়ার নির্দেশ দিতাম। অতএব এ কথার উপর ভিত্তি করে দেরিতে ইশা পড়া উত্তম বলা যায় না। যদি তাই হয়, তাহলে আউয়াল ওয়াক্তের সালাত আদায়ের হাদীসগুলো অত্যন্ত মজবুত জোড়ালো এবং শক্তিশালী। আমরা অপর আর একটি সহীহ হাদীস দ্বারা আরও জানতে পেরেছি যে, কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, রাসূল (সা.) মৃত্যু পর্যন্ত আউওয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করেছেন। তবে কোন ব্যক্তি বা জামায়াতের লোক ঘুমের চাপ কিংবা অন্যান্য কারণে সালাত কাযা হওয়ার আশঙ্খা না করেন তাহলে তারা দেরিতে ইশা পড়তে পারেন, এ জন্য তাদেরকে দেরিতে সালাত আদায়কারী বলে দোষারূপ করা যাবেনা বরং তারা প্রশংসা পাওয়ারই যোগ্য। এখানে তাদেরকে একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাতে অল্প বয়স্ক সালাতী, দুর্বল পীড়িত ব্যক্তি ও মহিলাদের প্রতি বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন।

এসব কারণে হাদীস সম্রাট ইমাম হাজার আসকালানী ইশার সালাত নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্তে পড়তে হবে তা নিয়ে বাড়াবাড়িও করেননি এবং সময়কে দীর্ঘও করেননি। -বুলুগুম মারাম-১ম খন্ড-৬৩পৃঃ।

আরও প্রকাশ থাকে যে, আমাদের মুসলিম সমাজে যেসব নরনারী গভীর রাতে তাহাজ্জুদ সালাতে অভ্যস্থ তারা যদি দেরিতে ইশার সালাত আদায় করা উত্তম মনে করেন, তাহলে তারা ঘুমাবেন কখন ? আর তাহাজ্জুদ পড়বেন কখন? তারপর রয়েছে ফজরের সালাত। আবার রয়েছে সারাদিন কর্ম ব্যস্ততার মাঝে শরীরের হক, স্ত্রীর হক, মোট কথা সর্বদিক বিচার বিবেচনা করেই রাসূল (সা.) দেরিতে ইশার সালাত আদয় করা নির্দিষ্ট করে দেননি, যদি দিতেন তাহলে তার কথা ও কাজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য এসে যেত। আল্লাহ আমদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীস বুঝে সঠিক আমল করার তৌফিক দিন। (আমীন)

আউয়াল ওয়াক্তে জুমুআর সালাত

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার সাথে সাথে জুমুআর সালাত আদায় করতেন।

-বুখারী, তিরমিযি, আবু দাউদ-২য় খন্ড-১১৭ পৃঃ ইঃ ফাঃ বাঃ।

www.waytojannah.com

পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আয়াস বিন সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূল (সা.)এর সাথে জুমুআর সালাত আদায়ের পর প্রত্যাবর্তন করেও (ঘরের) দেওয়ালের ছায়া দেখতাম না, তিনি এত তাড়াতাড়ি সালাত আদায় করতেন যে, এ সময়ে সূর্য বেশি হেলে না যাওয়ার কারণে দেওয়ালে ছায়া দেখা যেত না ।

বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাযা, আবু দাউদ ২য় খন্ড-১১৭ পৃঃ ইঃ ফঃ বাঃ।

সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-আমি রাসূল (সা.) এর নিকট শুনেছি, তিনি বলতেন, জুমুআর সালাত লম্বা করা এবং খুৎবা (অপেক্ষাকৃত) সংক্ষেপ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

-সহীহ মুসলিম, বুলুগুম মারাম-১ম খন্ড-১৫২ পৃঃ।

সম্মানিত পাঠক ! কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে যতই এগিয়ে যাবেন আমাদের মুসলিম সমাজের যাবতীয় ধর্মীয় আমল, আখলাক, ইবাদত বন্দিগী ও আক্বিদার কত যে ত্রুটি ধরা পড়বে তার ইয়াত্তা নেই। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই দেখুন। আমাদের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিপূর্বে হাদীস দ্বারা আমরা জানলাম যে, খুৎবা সংক্ষিপ্ত হবে আর সালাত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হবে, কিন্তু আমাদের সমাজের ইয়া বড় হুজুর যখন খুৎবায় উঠেন তখন ছেড়ে দেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যান। তারপর যখন দেখেন যে, মুসল্লিদের ঘাড় ধাক্কা খওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন তাড়াতাড়ি করে দে-দুই ঠোক্কর। আর মাস শেষ না হতেই বেতনের খবর। উনাদের কি এই হাদীসগুলোর কথা একটি বারও স্মরণ হয় না? যেমন সাহাবীগণ জুমুআর সালাত আদায় করার পর যখন বাড়ী ফিরতেন তখন দেওয়ালের ছায়া দেখতে পেতেন না। যেখানে বেলা ১২টার পর হতে দেয়ালে কিংবা বস্তুর ছায়া পূর্ব দিকে হেলতে থাকে সেখানে-১টা-১৫ মিনিটে ও ১-৩০ মিনিটে বস্তুর ছায়া কোথায় যেতে পারে ? এর নাম কি বেশি বেশি রাসূল প্রীতি? আমাদের দেশের উনাদের আরও যুক্তি হলো-পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানদের চাইতে নাকি, আমরা অধিক ভাল মুসলিম। (নাউযুবিল্লাহ)

আমাদের মাঝে অনেকের দাবী,আমরা যতটা ইসলাম মানী অন্য দেশের মুসলিম নাকি এর অর্ধেকটা মানেন না। রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীগণ-পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি এ দাবী যেমন কুরআন ও সহীহ হাদীস ব্যতীত জানা সম্ভব নয়। তেমনি আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের

মুসলিমদের আকিদা ও আমল পরীক্ষা না করেই কি করে বলতে পারি যে, আমরা ওদের চাইতে ভাল? আমাদের এ দাবী যেন, ইতিহাসের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত ও হাস্যকর। তবে বলা তো যায় না? যেখানে উনাদের জনসংখ্যা ও লাঠির জোড় বেশি, সেখানে হতেও পারে বৈকি? বিজ্ঞ পাঠক ! আমাদের ঈমান আমল এতই শক্তিশালী যে, আমরা সেই নেংরা ঈমানের বলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের মসজিদ ভাঙ্গি, মাদরাসা দখল করি, কিতাব পত্র লুট করে যাই, হকবাদী আলেমদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর নষ্ট করার চিন্তা ভাবনা করি। কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাহফিল বন্ধ করার চেষ্টা করি। আর আমরাই হলাম পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলিমদের চাইতে উন্নত মুসলিম। ধিক আমাদের মুসলমানিত্বে। প্রিয় পাঠক! কঠিন আঘাতের ফলেই মনে লুকানো ব্যথাগুলো বের হয়ে আসে-সে যাই হোক-ফিরে আসি-আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়ের দিকে-প্রিয়নবী (সা.) বলেন, আর যদি জনগণ জানতে পারে যে, আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করলে কি সওয়াব হয়, তাহলে অবশ্যই এজন্য তারা দৌড়ে আসত। -বুখারী-১ম খন্ড-৪৪৩ পৃঃ হাদীস নং ঃ ৬৫৪।

কিন্তু হায় আফসোস ! দৌড়ে আসাতো দূরের কথা আর একটু বেলা গড়ে যাক, আর একটু ভালভাবে বেলাটা ডুবে যাক, আর একটু ফর্সা হউক এ হচ্ছে আমাদের আকিদা ও বিশ্বাস। এবার বলুন দেখি এরূপ আকিদার লোকদ্বারা আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা সম্ভব ?

এখন প্রশ্ন আসে যারা আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করে না, তাদের জামায়াতের অপেক্ষা না করে একাই আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করে নিতে হবে মর্মে, পূর্বের অধ্যায়ে একটি সহীহ হাদীস পেশ করেছি, যে হাদীসের সারমর্ম হলো এমন এক সময় আসবে যে সময়ে রাষ্ট্রের নেতা বা আমীরগণ দেরিতে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। আমার মনে হয় এমন যুগ আগেই শেষ হয়ে গেছে-যেমন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসন আমল, ভারতের মোগল সম্রাটদের আমল। কিন্তু বর্তমান যুগে কোন শাসক শ্রেণীর দ্বারা দেশের মসজিদগুলোর সালাত আদায়ের সময় সূচি জারি রয়েছে এমন ঘটনা আমার জানা নেই। কিন্তু এ ঘটনা বাস্তব সত্য যে আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর অসৎ আলেম ও ফাসেক লোকের দ্বারা মসজিদগুলো পরিচালিত হচ্ছে যারা আউয়াল ওয়াক্তের সালাত পরিত্যাগ করে, অধিক ফযিলতের দোহাই দিয়ে সাধারণ জনগণকে অসময়ে দেরিতে সালাত আদায় করতে

বাধ্য করায়। এজন্য দেশের রাষ্ট্রনেতাদের দায়ী করা মোটেও যুক্তি সংগত নহে। নিম্নের হাদীস খানা তারই প্রমাণ বহন করে। যেমনঃ আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন তোমরা এমন সমাজে বাস করবে যারা যথা সময়ের চেয়ে বিলম্বে সালাত আদায় করবে। তখন কি করবে? অথবা বলেছেন তুমি তখন কি করবে? অতঃপর বললেন যথা সময়ে সালাত আদায় করবে। তারপর যদি সালাতের ইকামত হয় তাহলে তাদের সাথেও সালাত আদায় করবে এবং তা হবে তোমার জন্য অতিরিক্ত ছওয়ার। - সহীহ মুসলিম-২য় খন্ড-৩৪৫ পৃঃ ইঃ ফাঃ।

উক্ত হাদীস খানা বর্তমান সমাজের আলেম ও ফাসেক ব্যক্তির কাঁধে বর্তায়। কেননা এদেশের মসজিদগুলো রাষ্ট্রীয় নেতাকর্মীগণ পরিচালিত করেন না আজই আলেম সমাজ যদি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে জনগণকে বুঝায় যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় না করলে সে সালাত আল্লাহর দরবারে গৃহিত হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশে এমন কোন সালাতী মুসল্লি নেই যিনি তার সালাত বিফলে নষ্ট হতে দিবেন। কিন্তু বর্তমান সমাজের আদী বিন হাতিম মার্কা আলেমগণ কি সত্য স্বীকারে রাজি হবে ? বরং উল্টো যুক্তি পেশ করে বলতে চাইবে যে, আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায়কারীগণ, খারেজী, ওহাবী, লা মাযহাবী, এমন কি ইহুদী খৃষ্ঠানের দালাল বলতেও ভুল করবে না। বলবে, না না ওদের কথায় কান দেওয়া যাবে না। ওরা হচ্ছে ফেতনাবাজ। সত্যসন্ধানী পাঠক! ফেতনাবাজ ও বিদআতী ইমামের পিছনে সালাত আদায় সর্ম্পকে নবী (সা.) এর বাণী। আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, এক শ্রেণীর ইমাম তোমাদিগকে সালাত আদায় করাবে। যদি তারা সঠিক সালাত আদায় করে তাহলে তোমাদের কল্যাণ, পক্ষান্তরে যদি তারা ত্রুটিযুক্ত সালাত আদায় করায় তাহলেও তোমাদের কল্যাণ কিন্তু পাপের বোঝা তাদেরকে বহন করতে হবে। - বুখারী-১ম খন্ড-৪৭১ পৃঃ।

উক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সালাত আউয়াল ওয়াক্তে পড়বে কিন্তু সালাতের নিয়ম পদ্ধতি আলাদা হবে এরূপ অবস্থায় ইমাম কি ধরনের ভ্রান্তিপূর্ণ সালাত আদায় করাবে সেটা দেখার বিষয় নয় তবে হক পন্থি খাঁটি মুসলিমগণ ইমামের পিছনে নিজ নিজ ভাবে রাসূল (সা.)এর তরিকায় সালাত আদায় করবে কিংবা করার ক্ষমতাও রাখে। নইলে দেরিতে সালাত

আদায়কারীর সাথে সালাত আদায় করে সময়ের সংশোধন মুক্তাদিগণ কিভাবে করবে? আর ওয়াক্ত অনুসারে সালাত আদায় না করলে সে সালাতে কল্যাণ নেই তা-আগের প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের দিকে লক্ষ্য করা যাক-বনী নওফেল ইবনে আব্দুল মান্নাফ গোত্রের ওবায়দুল্লাহ ইবনে খিয়ার একদা ওসমান (রা.) ছিলেন তখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ। ওবায়দুল্লাহ্ বললেন, আপনি তো জনসাধারণের ইমাম। আর আপনার উপরে যে, বিপদ তা আমরা দেখছি। এখন বিদ্রোহীদের ইমাম আমাদের সালাত আদায় করে আসছে এতে আমরা অসুবিধা মনে করছি। তখন ওসমান (রা.) বলেন, মানুষের আমল সমূহের মধ্যে সালাত হচ্ছে সর্বত্তোম সুতরাং ভালকাজ করলে, তুমি তাদের সঙ্গে থাক। পক্ষান্তরে তারা যদি অপকর্মে লিপ্ত হয় তাহলে তুমি তাদের অপকর্ম থেকে সরে দাঁড়াও। -বুখারী-১ম খন্ড-৪৭২ পৃঃ।

হক তালাশী পাঠক! উপরের হাদীস একথা কিছুতেই প্রমাণ করে না যে, ওসমান রাজিআল্লাহু আনহু এর খেলাফত কালে বর্তমান যমানার মত দেরিতে সালাত আদায় করা হত। বরং ইমাম রাষ্ট্রের শত্রু কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী হতে পারে কিংবা বিদাআতী হতে পারে। তাছাড়া হাদীসের মাধ্যমে অভিযোগকারী ব্যক্তি ওবায়দুল্লাহ সালাত দেরিতে আদায় করার অভিযোগ পেশ করেননি। কিন্তু আমাদের সমাজের মুসলিমগণ একটু আর একটু এভাবে শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করা রাসূল (সা.) ও সাহবীগণের নীতি বিরুদ্ধ। অতএব ইহা কখনও মুসলিম জাতির সালাত হতে পারে না। ইহা অবশ্যই মোনাফেকদের সালাত যার পরিণাম নির্ঘাত জাহান্নাম। কি তাজ্জব ব্যাপার! জুমুআর আযান হয় বারটা-পনের মিনিটে, খুৎবা হয় একটার সময়, সালাত হয় ১-৩০ মিনিটে। রাসূল (সা.) বেলালকে আযান দিতে বলতেন-তারপর তিনি কিছুক্ষণ খুৎবা প্রদান করে জুমুআর সালাত আদায় করতেন, তাতে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের ব্যবধান ছিল। কিন্তু বর্তমান যামানায় আযানের পর সালাত এর ব্যবধান হচ্ছে ১-১৫ মিনিট। এই আকাশ যমিন ব্যবধানকে কোন দলিলের ভিত্তিতে মেনে নেয়া যায়-তা পাঠকগণের বিচারে জানতে চাই। আল্লাহ আমাদের সকলকে আউয়াল ওয়াক্তে জুমুআর সালাত আদায় করার তৌফিক দিন। (আমীন)

বিতর সালাতের সময়সূচি

এ প্রবন্ধটি শুরু হওয়ার আগে একটি কথা জানিয়ে রাখা ভাল হবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত ব্যতীত আর অন্যান্য যত সালাত রয়েছে তা সবই নফল তবে ইশার পর বেতর সালাতের গুরুত্বটা একটু বেশী। ফিকাহবিদগণ এ বিতর সালাতকে কেউ কেউ ওয়াজিব, সুন্নাত, সুন্নাতে মুয়াক্কদা, দায়েমী সুন্নাত ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। বিধায় আমার মত নগন্য লেখক বিতর সালাতকে নফল বলায় কেহ কেহ রাগের বশে, প্রশ্ন করতে পারেন যে, অ্যা-সব সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত বের করা হলো-তবে বিতর সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত কোথায়? না ভাই! আমার গবেষণায় বিতর সালাতের আউয়াল ওয়াক্ত আমি খুঁজে পাইনি। তবে ফযর ছাড়া সমস্ত নফল সালাতের কিছু নীতিমালা বা তরিকা রয়েছে এবং এই সালাতের সময়কাল ও স্থানের নির্দেশ বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়, যা আমরা অনেকেই নির্ণয় করতে ব্যর্থ হই। যেমন-ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা.)এর দশ রাকাআত নফল সালাতের কথা স্মরণে রেখেছি। তা হচ্ছে-যোহরের ফরযের আগে দু রাকাআত পরে দু রাকাআত, মাগরিবের পরে বাড়ীতে দু রাকাআত, এশার পরে বাড়ীতে দু রাকাআত আর ফযরের আগে দু রাকাআত। – বুখারী, মুসলিম, বুলুগুম মারাম-১মখন্ড-১২৪পৃঃ।

বুখারী ও মুসলিমের অন্য রেওয়াতে আছে, জুমুআর পর বাড়ীতে দু রাকাআত। বুলুগুম মারাম-ঐ। অতএব রাসূল (সা.)এর খাঁটি উম্মতের দাবীদার হলেতো তিন ওয়াক্তের নফল সালাত বাড়ীতেই আদায় করা উচিৎ কিন্তু আমরা ক'জন তা করতে পারি? ফিরে আসি বিতর সালাতের দিকে-জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন-যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হতে পারবে না। সে যেন রাতের প্রথমাংশেই বিতর সালাত আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার আশা রাখে সে শেষ রাতেই তা পড়বে। – বুলুগুম মারাম-১মখন্ড-১৩২ পৃঃ।

বিতর সালাতটি কোন ধরনের সালাত এ প্রসঙ্গে আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, বিতর সালাত ফরয সালাতের ন্যায় জুরুরী নয় বরং ইহা একটি তরিকা মাত্র যা মহানবী (সা.) প্রবর্তন করেছেন।

– তিরমিযি, নাসাঈ ও হাকেম।

www.waytojannah.com

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং ইমাম হাকেম ইহাকে সহীহ বলেছেন। - বুলুগুম মারাম-১ম খন্ড-১২৮ পৃঃ।

উপরের হাদীস দু'টি থেকে আমরা বিতর সালাতের গুরুত্ব এবং সময় সম্পর্কে জানতে পারলাম। সময়টা হল-যারা তাহাজ্জুত সালাত পড়েন, তারা শেষ রাতে পড়বেন। আর শেষ রাতে জাগতে পারেন না তারা ইশার সালাত পড়ার পরই পড়তে পারবে। এরপর অন্য হাদীসে আয়েশা (রা.) বলেছেন, নবী (সা.) ইশার সালাত পড়ার পর হতে রাতের সমস্ত অংশেই বিতর পড়তেন। ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা,) বলেছেন-তোমরা তোমাদের বিতর সালাতকে রাতের শেষ সালাত কর।

-বুখারী, মুসলিম, বুলুগুম মারাম-১ম খন্ড-১৩১ পৃঃ।

অন্য বর্ণনায়-আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, সকাল হওয়ার আগেই বিতর সালাত পড়। -সহীহ মুসলিম, বুলুগুম মারাম-১ম খন্ড-১৩১ পৃঃ।

অতএব ইশার সালাতের পর সুবিধা মত যার যখন ইচ্ছা বিতর সালাত আদায় করতে পারেন-তবে সংখ্যাটি এক রাকাআত উত্তম।

তাহাজ্জুদ সালাতের সময় সূচি

দিন ও রাতে যত প্রকার নফল সালাত রয়েছে তন্মধ্যে কেবল মাত্র তাহাজ্জুদ সালাতের কথা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

হে মুহাম্মদ! তুমি নিজের জন্য নফল স্বরূপ রাতে তাহাজ্জুদ পড়। এটা তোমার অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। - সূরা-বানী ইসরাঈল-৭৯।

তাহাজ্জুদ সালাতের মর্যাদা ও ফযিলত সর্ম্পকে রাসূল (সা.) বলেন, আমার প্রভু প্রত্যেক রাতে দুনিয়াবী আসমানে নেমে আসেন। যখন শেষ রাতের এক তৃতীয়াংশ বাঁকী থাকে। অতঃপর আল্লাহ বলেন, কে আমার কাছে ভিক্ষা চাইবে আমি তাঁকে ভিক্ষা দিব। কে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-১ম খন্ড-১০৯ পৃঃ।

উক্ত হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদ সালাতের সঠিক সময় সূচিও জানা যায়-যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাঁকী থাকে। অর্থাৎ রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে, শেষ ভাগটি তাঁহজ্জুদ সালাতের সঠিক সময়।

যেমন ঃ বাংলাদেশের গরম কালে সূর্য ডুবার পর থেকে আনুমানিক ৭ ঘন্টার পর তাহাজ্জুদের সময় হয় এবং শীতকালে ৮ ঘন্টা অর্থাৎ রাত দেড়টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত তাহাজ্জুদ সালাতের মোটামুটি সময়।

-আইনী তুফহা সালাতে মোস্তাফা ২য় খন্ড-১৩৬ পৃঃ।

রাসূল (সা.) তাহাজ্জুদ সালাত এত দীর্ঘ সময় ধরে পড়তেন যে, তার পা-যুগল ফুলে যেত। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল! আপনার আগের ও পরের সব গুনাহ যখন মাফ তখন আপনি এত কষ্ট করেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?

-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত-১ম খন্ড-১০৯ পৃঃ।

আমাদের ভরতীয় উপমহাদেশে রামাযান মাসে যে সালাতটিকে আমরা তারাবীহ হিসাবে আদায় করে আসছি, তা বছরের এগার মাস ধরে তাহাজ্জুদ নামে পরিচিত। যেমনঃ আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) রামাযান মাসে এবং গায়রে রামাযানে এগার রাকাআতের বেশী নফল সালাত পড়তেন না। (তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ)। - বুখারী, মুসলিম, বুলুগুম মারাম-১ম খন্ড-১২৯ পৃঃ।

আমরা উপরের হাদীসগুলো থেকে তাহাজ্জুদ সালাতের স্থান, কাল, মর্যাদা বুঝতে পেরেছি-অতএব যারা অত্যন্ত দৃঢ় মনের অধিকারী যে, আমরা রাসূল (সা.)এর তরিকার বাইরে একবিন্দু যাবনা, তাহলে তাদের উচিৎ হবে রামাযানের শেষে জোড় রাত্রিগুলিতে তারাবীহ আদায় করবেন শুধু জামাআতসহ তবুও মাত্র তিন রাত্রি। আর গোটা রামাযান মাস একা একা তাহাজ্জুদ সালাতের ন্যায়ই পড়তে হবে। রাতের তৃতীয় ভাগে, আর যদি ওমর (রা.)এর দোহাই দেওয়া হয় তাহলে তারা যেন একথা মনে না করেন যে, একমাত্র আমরা সঠিক পথে আছি অন্যরা ভ্রান্ত।

এটা চরম গোমরাহীর সামিল হবে। কারণ আয়েশা (রা.) এর সাক্ষ্য প্রমাণে একথা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল (সা.) গোটা রামাযান মাসে তার সাহাবীগণকে নিয়ে রাতের প্রথম ভাগে বর্তমান যুগের ন্যায় তারাবীহ পড়েছেন। এমন কি প্রথম খলিফা আবু-বকর (রা.) এর যুগে ও ওমর (রা.) এর খেলাফতের প্রাথমিক যুগে, আর বিশ রাকাআত খতমে তারাবীহর দলিল তো ডাহা মিথ্যা, বানোয়াট। অতএব বুঝে সুজেই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিৎ। বির্তক বিষয় বলেই তারাবীহ অধ্যায় রচনা করা গেল না আল্লাহ আমদের সকলকে সঠিক বুঝ দিন। (আমীন)

আউয়াল ওয়াক্তে সালাতকে যারা খুঁটিনাটি ঘটনা বলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে কি ?

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতের মাধ্যমে ঈমানদার মুসলিমদেরকে অপর মুসলিম ভাইয়ের বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে ঐ বন্ধুত্বের মাপকাঠি শর্তহীন ভাবে নহে বরং শর্তসাপেক্ষে। অতএব বন্ধু হওয়ার জন্য যতগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন তন্মধ্যে অন্যতম শর্তগুলো হলো-সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহর রশিকে সবাই মিলে এক হয়ে মযবুত ভাবে আকড়ে ধরা। যদি তা করা না হয়, তাহলে কোন ব্যক্তি বা ইসলামী দল খাঁটি মুমিনের বন্ধু হতে পারে না এমন কি তাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক থাকলেও নয়। এ সর্ম্পকে মহান আল্লাহ বলেন,

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বাপ ভাই-যদি ঈমানদারীর পরিবর্তে কুফুরীকে পছন্দ করে থাকে তবে তাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে বরণ কর না, তোমাদের কেই যদি তাদেরকে বন্ধু হিসাবে বরণ করে তবে তারা হবে আত্মঘাতী-যালিম। -সূরা-আন নিসা-২৩।

ইসলামের প্রথম রোকন সালাতের দাবী বাংলাদেশের সকল ইসলামী দলগুলোই করে থাকে। অবশ্য দুই লক্ষ মসজিদের দেশে এ দাবী করা অস্বভাবিক কিছু নয়। কারণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য কোটি কোটি মুসলিমকে মসজিদে আসা যাওয়া করতে দেখা যায় ইহা সত্য। শুধু বর্তমান যুগে নয় আল্লাহর রাসূল (সা.) এর যুগেও অনেক মুসল্লিকে মসজিদে সালাত আদায় করতে দেখা গেছে। এমনকি রাসূল (সা.) নিজেই মুসল্লিদের সালাত আদায়ের পরীক্ষা নিয়েছেন, আমি পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি-রাসূল (সা.)-এক ব্যক্তিকে তিনবার সালাত পড়তে দেখেও বলেছেন- তুমি সালাত পড়নি। উক্ত সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ না তিনি বা তার দলের সকল অনুসারী রাসূল (সা.)এর অনুকরণে অনুসরণে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করবে। তার বাইরে মানুষ যত সালাত আদায় করুক এমনকি সালাত আদায় করতে করতে কপালে দাগ সৃষ্টি করুক সেটা কখনই সালাত হতে

পারে না। অতএব উনারা অপর মুসলিম ভাইয়ের বন্ধু হতে পারে না। বাঁকী থাকল যাকাত প্রতিষ্ঠা করা, সত্য কথা বলতে কি ইনারা সর্বপ্রথম যুক্তি পেশ করে থাকেন যে, যেহেতু দেশে ইসলামী সরকার নেই, অতএব কিভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠা হবে? বরং দেশে ইসলাম কায়েম হলে তখন দেখা যাবে। আসলে তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ সরকারী পর্যায় অনেক দূরেই থাক, কিন্তু তাদের লক্ষ লক্ষ কর্মী বাহিনী তাদের মধ্যে কি তারা যাকাত ব্যবস্থা চালু করতে পেরেছেন? বরং তাদের নিকট থেকে কোটি কোটি টাকা যাকাত, ওশর, ফেতরা, দান ও ইসলামী আন্দোলনের নামে মাসিক চাঁদা গ্রহণ করে, কুফরী মূলক গণতন্ত্রের পিছনে নির্বাচনী খরচ-ভোট সংগ্রহে পারদর্শী নেতা ও কর্মীদের গাড়ী-বাড়ী ও চাকরীর ব্যবস্থা, আর সে চাকরীর অধিকাংশ হচ্ছে ব্যাংক, বীমা, এন জি ও ইত্যাদি। আর সালাতের কথা ভাবছেন? না-সে দিকটা সম্পূর্ণ লোক দেখানো দলীয় সালাত। বিশ্বাস না হয় একবার বলেই প্রমাণ করুন না? আপনি হয়ত দ্বীন কায়েমের স্বার্থে তাদের সাথে দশ বছর, পনের বছর এক হয়ে মিলেমিশে বড় জামাতের দোহাই পেয়ে সময়ে মাযহাবী সালাত আদায় করছেন কিন্তু শুধু একটি বার অনুরোধ করে দেখুন আর বলতে থাকুন যে, ভাই আপনারা সবাই স্বীকার করেন যে, লা-মাযহাবীদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি সঠিক, এমনকি প্রচার মাধ্যমে-প্রচারও করে থাকনে যে, "এদেশের মুসলিম ভাইদের উচিৎ -নাসিরউদ্দিন আলবানীর তাহক্বিককৃত রাসূলুল্লাহর সালাত বইটি পড়া এবং সে অনুয়ারী সালাত আদায় করা।" তা সারা জীবন না হয় নাই পড়লেন, শুধু একবার রাসূল (সা.)এর সালাত আদায় করে দেখিয়ে দিন না? কারণ আপনারা আলবানীর বইটিও প্রকাশ করেছেন, এতে ক্ষতি কি? যদি তা করতে রাজি না হন তাহলে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

يا ايها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون –

হে মোমিনগণ! তোমরা যা করনা, তা বল কেন? -সূরা-সফ-২।

কুরআন ও সহীহ হাদীস পন্থীদের সাথে কতইনা ধোকাপূর্ণ কথা, এই ধোকায় পড়ে কারা? যারা ইসলামী জ্ঞানে একবোরে শুণ্য। প্রতারণার সীমা কি এভাবেই ছেড়ে যায়? সারাজীবন ভর আদায় করলাম-মাযহাবী সালাত

অথচ অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দিলাম আপনারা উমুক নিয়মে সালাত পড়ুন (নাইযুবিল্লাহ)। এরূপ ধোকাপূর্ণ উপদেশ বিন্দুমাত্র উপকার মুসলিম জাতির হতে পারে কি? তবে উদ্দেশ্যপূর্ণ হবে এভাবে যে, চল্লিশ বছরে যতগুলো লা মাযহাবীকে মাযহাবী ফেরকায় ফেলে ভোটার বানানো হয়েছে এখন উক্ত উদারতা পূর্ণ কথায় আরও দ্বিগুণ হারে পতঙ্গ উড়ে পড়তে থাকবে। আমি দীর্ঘদিন উক্ত উপদেশ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করেছি তাতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আর্ন্তজাতিক নেতার উপদেশ এর চাইতে আবু-যেহেল এর উপদেশ অনেক ভাল ছিল। কেননা-নদওয়ার বৈঠকে আবু-যেহেল তার দল বলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমরা কেহই মুহাম্মদের কুরাআন শুনবে না কিন্তু সে নিজেই চুপে চুপে রাতের অন্ধকারে কুরআন শুনত, কারণ সে জানতো কুরআন মুহাম্মদের তৈরী নয়। আর এতে রয়েছে শ্রেষ্ঠতম উপদেশ-আর ভাল উপদেশ কে না শুনতে চায় ? উপদেশ শোনা এক জিনিষ, আর শ্রবণ করা, মানা অন্য জিনিষ। অনুরূপ আমাদের সমাজের নেতাগণ ভাল উপদেশ দেন কিন্তু মানেন না। আমার বিশ্বাস এদেশে এমন কোন মুসলিম নেই, যারা কুরআন হাদীসকে অস্বীকার করে কিন্তু সমস্যা হলো মানতে গিয়ে। অতএব রাসূল (সা.) পদ্ধতিতে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করতে বললেই উনারা বলেন, যে ঐ সব খুঁটিনাটি বিষয়, আগে ইকামতে দ্বীন কায়েম হোক-তারপর ঐ সব আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে (নাউযুবিল্লাহ)। এবার সত্যি করে বলুন তো? উনাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে আপনার সালাত-সিয়াম-হাজ্জ-যাকাত ও যাবতীয় ইবাদত উনারা ঠিক রাখতে দেবে কি ? মাত্র ছয়/সাত মাস ইক্বামতে দ্বীনের দায়িত্বপালন করেই অনেক নামধারী আহলে হাদীস বলেছেন যে, রাখুন আপনাদের সহীহ হাদীস, হাদীস নির্ভুল নয়, শুধু কুরআন ধর। অর্থাৎ উনাকে পাবনা না পাঠালেই নয়। কারণ উক্তরূপ খারেজী আক্বিদার মুসলিম যে এলাকাতে থাকবে, সেখানকার মানুষকে কোন পথে নিয়ে যাবে তা বলার প্রয়োজন নেই। কারণ একবার যে ধর্মত্যাগী হয় তাকে ধর্মে ফিরে আনা যায়না, শুধু কি তাই? আল্লাহ সকল লানৎ তার উপর বর্ষিত হবেই,বাস্তবের দিকেই তাকিয়ে দেখুন? যে, কুকুর একবার পাগলা হয়-সে নিজের প্রভুকেও কামড় দিতে ছাড়েনা, অতএব ওকে

গুলি করে মাড়তে হবে না হয় এলাকা ছাড়া করতে হবে, এটাই বাস্তব সত্য। এরূপ ঘটনা শুধু ইক্বামতে দ্বীন কায়েম করতে গিয়েই ঘটছে না-মসজিদে মসজিদে ঘুরে মানুষকে দাওয়াত দিতেও শত শত ঘটনা ঘটছে। এ পথ থেকে বাঁচার এক উপায় মাত্র হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদীসকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরে এবং রাসুল (সা.) এর পন্থায় দাওয়াতী কাজ জোরদার করা। এ কাজ হক পন্থী জাতিকে বইতে হবে। আর এদেশের কোন ইসলামী দল যারা মনে করে না যে, হয়তো আমাদের অত্যাধিক চাওয়ার ফলে আল্লাহ ইক্বামতে দ্বীন কায়েম করে দিতেও পারেন? না বন্ধু! আল্লাহ তা দিবেন না, কারণ আপনাদের হাতে দ্বীনের ক্ষমতা দিলে, আপনারা কিয়ামত অবধি-রাসূল (সা.)এর পদ্ধতিতে আউয়াল ওয়াক্তে সালাত কায়েম করবেন না। কেননা এই পদ্ধতিকে আপনারা মনে প্রাণে ভালবাসেন না। এবং ঐ তরিকায় সালাত আদায়ের অভ্যাসও নেই। এজন্য আল্লাহ ওয়াদা করেছেন-

আমি ঐ লোকদের হাতে যমিনের দায়িত্বভার ছেড়ে দিব, যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। – সুরা-নূর-৫৫।

মহান আল্লাহ কি এতই ধৈর্যহারা যে, আপনাদের ডাকে সারা দিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করে দ্বীন কায়েম করে দিবেন? এত করে যখন বাংলাদেশী ইসলামী দলগুলো দ্বীন চাচ্ছে, অতএব দেইনা একটা দ্বীন কায়েম করে? কোন না কোন দলের ইসলামী ধারায় কমন পড়তে পারে? (নাউযুবিল্লাহ) আপনারা যতই গণতন্ত্রের ধারায় চাইতে থাকুন না কেন? মহান আল্লাহ দ্বীন নির্ধারণ করেই রেখেছেন আপনার আমার ইসলামী আন্দোলন যতক্ষণ ঐ ধারায় না গিয়ে পৌঁছবে ততক্ষণ দ্বীন পাওয়া যাবে না। তাহলো খেলাফতে রাশেদা, আপনাদের চাওয়া অনুয়ারী যদি আল্লাহ দ্বীন দেন, তাহলে দেশের অন্যান্য ইসলামী দলগুলো কি অপরাধ করেছে বলুন তো? চাওয়া পাওয়ার আগে ভালভাবে খোঁজ খবর করুন যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভাষ্য অনুযারী আরশে আজিমে আল্লাহ থাকেন, তাঁর দ্বীন চাইছেন নাকি, হিন্দু ধর্মের নিরাকার আল্লাহর দ্বীন চাইছেন? ভাল করে আগে আল্লাহকে চিনতে শিখুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্য পথ চিনার তৌফিক দিন। (আমীন)

www.waytojannah.com

Contents

আরো কিছু উপহার ঃ

মহিলাদের নামায
দু'আয়ে খাতমুল কুরআন
রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি সালাত পাঠ করার নিয়ম, স্থানও ফযীলত
আম্মা পারা (উচ্চারণ ও অর্থ)
নামায কেন পড়ব?
হারাম রিযক যা আপনার ইবাদত নষ্ট করে দেয়
মহিলাদের একান্ত বিষয়
অন্য এক কুরআনের পরিচয়
স্বপ্ন রহস্য
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়্যত
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসির
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কান্না
ইমাম হুসাইনের মূল হত্যাকারী কে?
ইমাম জাফরে সাথে জনৈক শীয়া রাফেযীর মুনাযারা
ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে খলিফা মুআবিয়া
শায়খুল হাদীস এর আমলনামা
জাল-যঈফ হাদীসের আলোকে হাজ্জ উমরাহ যিযারাহ
ছোটদের চার খলিকা
তাওবা
মুসলিম বিভক্তির কারণ পরিণতি
চার ইমানের আক্বীদা কেমন ছিল?
কস্তুনতুনিয়ার বিজয় কাহিনী

প্রাপ্তিস্থান

(১) জহুরুল হক জায়েদ
৫৯ সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা।

(২) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কার্যালয়
৪ নাজির বাজার লেন, মাজেদ সরদার রোড, ঢাকা।

(৩) মাসিক আত-তাহরীক কার্যালয়
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৬৭৪-৪৯২৪৩২

(৪) বাংলাদেশ আহলে হাদীছ যুবসংঘ
ঢাকা জেলা কার্যালয়, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১১৯০১১৮৫৩৪

(৫) তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা।

(৬) আহলে হাদীস লাইব্রেরী
২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা।

(৭) আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন
বংশাল নতুন রাস্তা,ঢাকা।

(৮) জায়েদ লাইব্রেবী
মোবাইল ঃ ০১১৯১১৯৬৩০০

www.waytojannah.com